নীতিপুস্তকাবলী—নং ৩

KAVITA-PATHA

PART III

BY

MAHENDRA NATH CHAKRAVARTI

কবিতা-পাঠ

তৃতীয় ভাগ

নাই গুণ যার,
কেমনে গুণীর মন
করে তুষ্ট সেই জন!
তবে যদি গুণী, কৃপাগুণে আপনার,
স্নেহের নয়নে চা'ন, অভাব কি আর!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

নীতিপুস্তকাবলী—নং ৩

KAVITA-PATHA

PART III

BY

MAHENDRA NATH CHAKRAVARTI

কবিতা-পাঠ

তৃতীয় ভাগ

নাই গুণ যার,
কেমনে গুণীর মন
করে তুষ্ট সেই জন!
তবে যদি গুণী, কৃপাগুণে আপনার,
স্নেহের নয়নে চা'ন, অভাব কি আর!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মেট্‌কাফ্ প্রেস,—কলিকাতা।

সূচীপত্র।

তারকা-চিহ্নিত সন্দর্ভগুলি ১৮৯৮ সালের মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য।

বিজ্ঞপ্তি।

কবিতা-পাঠের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বালকগণের পাঠ্য পুস্তক রূপে গৃহীত হওয়াতে উহার তৃতীয় ভাগও প্রকাশ করিতে উৎসাহ হইল। ইহার অন্তর্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলির মধ্যে কোন কোনটীর মর্ম্ম ভাষান্তর হইতেও গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সুপাঠ্য ও নীতিমূলক করিবার অভিপ্রায়ে যথেষ্ট প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল কি না তাহা পণ্ডিতমণ্ডলীর বিবেচ্য। বালকগণের ছন্দঃ ও অলঙ্কার বোধের জন্য নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া কতিপয় প্রধান প্রধান ছন্দঃ ও অলঙ্কারের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি তাহাতে অথবা প্রবন্ধগুলির কোনও স্থানে কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে আগ্রহের সহিত তাহার সংশোধন করা যাইবে। এক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ন্যায় এখানিও বিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে গৃহীত হইলেই সকল পরিশ্রম সফল হয়।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কলিকাতা ও মফঃস্বলের কোন কোন সুবিজ্ঞ শিক্ষক এই পুস্তকখানির প্রয়োজন মত সংশোধন ও পরিবর্ত্তনাদির উপদেশ দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

রাজপুর, জেলা ২৪পং
সোনারপুর পোষ্ট

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ছন্দঃ-প্রকরণ।

কতিপয় পদ কতকগুলি পরিমিত বর্ণ দ্বারা সম্বদ্ধ ও যতিবিশিষ্ট হইয়া সুপাঠ্য এবং শ্রবণমনের প্রীতিপ্রদ হইলে, তাহাকে ছন্দঃ কহে। ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ বাক্যকে কবিতা বলে। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ভেদে ছন্দঃ দুই প্রকার। মিত্রাক্ষর ছন্দে কোনও চরণের অন্ত্যবর্ণের সহিত অন্য চরণের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাহা থাকে না। মিত্রাক্ষর ছন্দঃ অনেকগুলি ; তন্মধ্যে যে কয়েকটী প্রধান প্রধান ছন্দঃ সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহাদিগেরই নাম ও লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে।

পয়ার।

এই ছন্দে দুইটী চরণ থাকে ও প্রত্যেক চরণ সচরাচর চতুর্দ্দশ বর্ণে রচিত হয়, এবং ইহার অষ্টম বা সপ্তম বর্ণের পর যতি পড়ে। যথা :—

"মন যদি যথা তথা সদা করে গতি,
বৃথা তবে মুনি নাম নির্জ্জন-বসতি।"
"ধন জন যৌবনের গর্ব্ব কর মন !
জান না নিমেষে হরে সকলি শমন ?"

"জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে,
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে যায় মরে :
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তা'র স্নেহে,
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে।
এই মত সজ্জন মরণ-অবসরে,
যথাসাধ্য অপরের উপকার করে।"

পর্য্যায়সম পয়ার।

ইহাতে চারিটী চরণ থাকে ; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল হয়। যথা :—

"আহা মরি বিশ্বনাথ ! নিশীথ সময়ে
কি গম্ভীর ভাব বিভো ! দেখা'লে আমায় !
কি অদ্ভুত রস হ'ল উদিত হৃদয়ে !
কিরূপ হইল মন বলা নাহি যায় !"

কোন কোন সময়ে এই ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে প্রথম ও তৃতীয় চরণ অপেক্ষা ন্যূন বর্ণও দেখা যায়। যথা :—

"দুর্ল্লভ জীবন দিয়া পাপ তাপ যত
না বুঝিয়া করিয়াছি ক্রয়,
সংসারের প্রলোভনে ভুলি অবিরত
তব ধন করিয়াছি ক্ষয়।"

আবার কখন কখন এই ছন্দে ছয়টী চরণ, এবং তাহাদের প্রথম ও চতুর্থ, দ্বিতীয় ও পঞ্চম এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠ চরণে মিলও দেখা গিয়া থাকে। যথা :—

"জগত্-জীবন রক্ষা করয়ে জীবন,
তাহা হ'তে জানি মেঘ ! জনম তোমার,
পাইয়াছ তাই এত কোমল হৃদয়,
জগতের হিতে রত তোমার জীবন।

নব নীর হর্ষে কভু বর্ষ অনিবার,
ফলশস্থে হাস্তমুখী ধরা যাহে হয়।"

মধ্যসম পয়ার।

ইহার চারি চরণের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। যথা:—

"অনিত্য সংসার তত্ত্ব সেবিয়া যতনে,
দারা পুত্র পরিজনে হইয়া বেষ্টিত,
মায়ার মোহনে সদা রয়েছ মোহিত,
ভাবিলে না নিরাময়ে একবার মনে!"

পর্য্যায়শেষসম পয়ার।

ইহাতে ছয়টী চরণ থাকে। প্রথম চারি চরণ পর্য্যায়সম পয়ারের অনুরূপ; শেষ চরণ দুইটী পরস্পর মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট। যথা:—

"দুস্তর এ ভবার্ণবে করিতে গমন
কি ঘোর সঙ্কট, কিছু জানেনাক নর;
ভ্রমবশে উত্তরিতে করে সে যতন
আপন ক্ষমতা প্রতি করিয়া নির্ভর;
ভাবে বুঝি 'আমি সর্ব্ব জীবের প্রধান,
অশক্ত হইব কেন কাটা'তে তুফান?"

ভঙ্গ পয়ার।

ইহার প্রথম চরণে আটটী বর্ণ থাকে ও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, এবং দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশটী বর্ণ থাকে। যথা:—

ওরে মানস-বিহঙ্গ! ওরে মানস বিহঙ্গ!
বিষম বিষয় বনে কর কত রঙ্গ।

তা'র ফলেরে কেবল, তা'র ফলেরে কেবল,
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল।''

লঘু ভঙ্গ পয়ার।

ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণে কেবল আটটী মাত্র বর্ণ থাকিলে তাহাকে লঘু ভঙ্গ পয়ার বলে। যথা :—

''সখী আনন্দমঞ্জরী
বিনয়ে কহি'ছে কামিনীর করে ধরি।''

তরল পয়ার।

ইহার প্রত্যেক চরণের চতুর্থ ও অষ্টম বর্ণে মিল থাকে। যথা :—

"বিনা সূত কি অদ্ভুত গাঁথে পুষ্পহার!
কিবা শোভা মনোলোভা অতিচমৎকার!"

মালঝাঁপ।

তরল পয়ারের দ্বাদশ বর্ণেরও মিল থাকিলে তাহাকে মালঝাঁপ কহে। যথা :—

"দন্তাবলী শিশু অলি কুন্দকলি মাঝে.
ভুরু অণু কামধনু হেম তনু সাজে।''

মালতী।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে পয়ার অপেক্ষা এক এক অক্ষর অধিক থাকে। এই অক্ষর শেষে সম্বোধনসূচক বর্ণে কিংবা নঞর্থক 'না' এই বর্ণে রচিত হয়। যথা :—

"তেজস্বীর তেজ সয়, তত দুঃখ হয় না,
তা'র তেজে যা'র তেজ, তা'র তেজ সয় না।

প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে।
তা'র তাপে বালি তাপে, পদে সহ্য নয় হে।"

রঙ্গিল পয়ার।

মালতী ছন্দের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, মালতীতে চরণ-দ্বয়ের শেষ বর্ণে 'হে', 'লো', 'না', 'রে' প্রভৃতি স্বতন্ত্র বর্ণ প্রযুক্ত হয়, কিন্তু ইহার শেষ বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণের সহিত সংযোগী থাকে। যথা :—

"রসনা সরসা তুমি, কথা কেন বিরস ?
বজ্র সম বাজে প্রাণে, জ্ব'লে যায় মানস।"
"পরের পাইলে দোষ কোন মতে ছাড়না,
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না।
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে শান্তিকথা পাড়না,
বিবেক-ঔষধ কভু চিত্তা থলে মাড়না।"

বিশিখ পয়ার।

মালতী ছন্দের পর আর ছয়টী বর্ণের সমাবেশ হইলে তাহাকে বিশিখ পয়ার বলে। যথা :—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?"

কুসুম মালিকা।

কখন কখন পয়ারের অগ্রে আরও দুইটী করিয়া অধিক বর্ণ থাকে, তাহাকে কুসুম মালিকা ছন্দঃ কহে। এই ছন্দে ঐ দ্বিতীয় বর্ণের পর যতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যথা :—

"ওহে নিষাদ ! কি ক্ষণে তুমি বকের মিথুনে
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধনুকের গুণে !
তাই রত্নাকর হ'তে পাই কবিতা-রতন,
যাহা রত্নাকরে নাহি মিলে করিলে সেচন।"

উল্লিখিত কয়েক প্রকার পয়ার ব্যতীত অধিক বর্ণে গ্রথিত পয়ারও দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিপদী।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া পদ থাকে। প্রতি চরণে প্রথম দুই পদের অন্ত্যবর্ণের, এবং দুই চরণেরও অন্ত্য-বর্ণের মিলন থাকে। ত্রিপদীও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী।

ইহার প্রতি চরণের প্রথম দুই পদে ছয় ছয় এবং শেষ পদে আটটি করিয়া বর্ণ থাকে। যথা ঃ—

"জীবন কমল, করে টল মল
চারু দেহ-সরোবরে,
কি বিশ্বাস তা'য়, নিয়ত শুকায়,
কাল রূপ রবিকরে।"

কোন কোন লঘু ত্রিপদীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল থাকে না। যথা ঃ—

"খোল খোল দ্বার, খোল দ্রুতগতি,
হিরণ্ময় জ্যোতিঃ যা'র,

বলিলা কৃতান্ত, ডাকি অনুচরে,
মুখেতে প্রীতির ভার।"

ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী।

ইহার প্রথম চরণ কেবল আটটী বর্ণে নিবদ্ধ দুই পদ বিশিষ্ট, এবং দ্বিতীয় চরণ কুড়িটী বর্ণবিশিষ্ট। যথা :—

"ওরে বাছা ধূমকেতু! মা বাপের পুণ্য হেতু,
কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু।"

হীনপদা লঘু ত্রিপদী।

ইহার প্রথম চরণে কেবল আটটী বর্ণ থাকে, এবং শেষ চরণ লঘু ত্রিপদীর মত। যথা :-

"উর লক্ষ্মী! কর দয়া,
ব্রহ্মার জননী, বিষ্ণুর ঘরণী,
কমলা কমলালয়া।"

মিশ্র লঘু ত্রিপদী।

ইহার প্রতি চরণের প্রথম দুই পদে ছয় ছয় এবং শেষ পদে দশটী বর্ণ থাকে। যথা :—

"প্রাণ বলে ভাই! আমি আগে যাই,
পরে তুমি যাচ্ঞা কর সুখে।"

তরল ত্রিপদী।

লঘু ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের শেষে এক একটী বর্ণ অধিক থাকিলে তাহাকে তরল ত্রিপদী কহে। যথা :—

"একি নিরুপম, শোভা মনোরম
হরগৌরী এক শরীরে !
শ্বেত পীত কায়, রাঙ্গা দুটী পায়,
নিছনি লইয়া মরিরে ?

দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ইহার প্রতি চরণের প্রথম দুই পদে আট আট ও শেষ পদে দশটী করিয়া বর্ণ থাকে। যথা :—

"লোভ-ব্যাধ ফাঁদ পাতি, ব'সে থাকে দিবা রাতি,
গুপ্ত ভাবে বিষয়-বিপিনে,
দেখাইয়া সুশোভন, অগণন প্রলোভন,
মুগ্ধ করে মানস-হরিণে।"

ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ইহার প্রথম চরণ কেবল দশটী বর্ণে নিবদ্ধ দুই পদবিশিষ্ট, এবং দ্বিতীয় চরণ ছাব্বিশটী বর্ণবিশিষ্ট। যথা :—

অরুণ উদয়ে তারাগণ, একে একে অদৃশ্য যেমন,
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন।"

হীনপদা ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী ।

ইহার প্রথম চরণে কেবল দশটী বর্ণ থাকে, এবং শেষ চরণ দীর্ঘ ত্রিপদীর মত। যথা :—

"হর হর ! মম দুঃখ হর,
হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
হিমকর শেখর শঙ্কর !"

ললিত ত্রিপদী ।

দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের শেষে এক একটী বর্ণ অধিক থাকিলে তাহাকে ললিত ত্রিপদী কহে। যথা ঃ—

"আপনি মাখেন ছাই, আমারে বলেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।"

চৌপদী ।

এই ছন্দের প্রথম ও শেষার্দ্ধে চারিটী করিয়া পদ থাকে। প্রত্যেক ভাগের প্রথম তিন পদ সমসংখ্যক বর্ণে মিত্রাক্ষরবিশিষ্ট, এবং প্রথমার্দ্ধের চতুর্থ পদের সহিত শেষার্দ্ধের চতুর্থ পদ সমসংখ্যক বর্ণে মিলে। অন্যান্য পদ অপেক্ষা চতুর্থ পদে দুই এক বর্ণ ন্যূন থাকে। চৌপদী লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু চৌপদী ।

ইহার প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধের চতুর্থ পদ ভিন্ন আর সকল পদেই ছয় ছয়টী এবং চতুর্থ পদে পাঁচটী করিয়া বর্ণ থাকে। যথা ঃ—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে ?"

কখন কখন কবিগণের ইচ্ছামতে চতুর্থ পদে পাঁচ অপেক্ষা অল্প অক্ষরও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। যথা ঃ—

"যত রামাগণ, সে রূপ মোহন,
হেরি অচেতন, হইল রে,
করিতে গমন, না চলে চরণ
হেরি সে বরণ, মোহিল রে।"
"সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ, চলিল,
শিরোপরে তাজ যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ, বলিল।"
"কুসুমের ভার, রাখে চারিধার,
কি কহিব তা'র, শোভা !
যুবক যুবতী, পুলক-মূরতি,
রতিপতিমতি- লোভা।"

দীর্ঘ চৌপদী।

ইহার প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধের চতুর্থ পদ ব্যতীত আর সকল পদেই আট আটটী বা তদপেক্ষা অধিক, এবং চতুর্থ পদে দুই এক বর্ণ ন্যূন থাকে। যথা :—

"মিছা দারাসুত ল'য়ে, মিছা সুখে সুখী হ'য়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে.
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের. আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে।"

"কপাল লোচন আধই আধে,
মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে,
হইল প্রণয় করি রে,
দোঁহার আধ আধ আধ শশী,
শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজূট গঙ্গা সরসী,
আধই চারু কবরী রে।"

"সুবাস কুসুম পাইলে যেমন,
অনাদর কেহ না করে কখন,
সাদরে সকলে করয়ে গ্রহণ.
জ্ঞানীকেও সবে সেরূপে লয়,
স্বদেশ বিদেশ তাহার সমান,
যে দেশে সে যায়, পায় বহু মান,
তাহাতেই বলি হও জ্ঞানবান্,
সুখী হ'তে যদি বাসনা হয়।"

ললিত।

এই ছন্দঃ চৌপদীর মত ; কিন্তু ইহার কেবল প্রথম দুই পদে মিল থাকে, তৃতীয় পদে মিল না থাকিবার কথা। ললিত ছন্দঃ লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ললিত।

"হিমাদ্রি অচল, দেবলীলা-স্থল,
যোগেন্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান,
অমর কিন্নর, যাহার উপর,
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।"

কখন কখন লঘু ললিত ছন্দের তৃতীয় পদ প্রথম দুই পদের সহিত মিত্রাক্ষর হয় ; কিন্তু তখন ইহাকে লঘু চৌপদীই বলা উচিত। যথা :—

"কেন রে রসনা, সুরসে রস না,
বিরস বাসনা, কেন রে কর ?

অমল কমল, জিনিয়ে কোমল.
অতি নিরমল, শরীর ধর।”

দীর্ঘ ললিত।

“শ্বেত হ'ল শ্যাম কেশ নিশ্বাস হ'তেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর অদ্যাপি না পূরিল,
যতনে দুরাশা-ভরে, ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার রতন না মিলিল।”

তোটক।

এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে বারটী করিয়া বর্ণ থাকে। ইহাতে প্রথম দুইটী লঘু ও তৎপরে একটী করিয়া গুরু বর্ণ সন্নিবেশিত হয়, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল থাকে। যথা :—

“পর কিঙ্করতা কভু না করিবে,
নিজ ভার পরোপরি নাহি দিবে।
কভু দৈববলে ভর না থুইবে,
নিজ পৌরুষ সাধ্য মতে করিবে।”

কখন কখন এই ছন্দের শেষ চরণে মিল দেখা যায় না। যথা :—

“হিম-রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি,
ধন ধান্য ভরা রমণীয় ধরা,
সকলে পুলকে সমতান ধরি,
করি'ছে মহিমা তব কীর্ত্তন হে।”

একাবলী।

এই ছন্দঃ পয়ার অপেক্ষা ন্যূন বর্ণে রচিত হইয়া থাকে। যথা :—

"হে নাথ! সুধাই কাতর ভাবে,
এ চপল ভাব কেমনে যা'বে?"
"নয়ন যুগলে সলিল গলিত,
কনক মুকুরে মুকুতা খচিত।"

পর্য্যায়সম একাবলী।

"অঞ্জনে রঞ্জন করিয়া আঁখি,
গৃধিনী গঞ্জিত শ্রবণমূলে,
যেন নাচে দুটী খঞ্জন পাখী,
কুণ্ডল যুগলে পরিল তুলে।"

মধ্যসম একাবলী।

"তোর সম নাহি দেখি দুরাচার,
হীন ব'লে শুধু করিস্ পীড়ন,
বীরের নিকটে না যা'স্ কখন,
ভয়েতে পলাস্ বাসে আপনার।"

মিশ্রচ্ছন্দঃ।

অধুনা পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি ছন্দঃ পরস্পর মিশ্রিত

করিয়া নূতন নূতন ছন্দঃ রচিত হইতেছে। এ গুলিকে মিশ্র ছন্দঃ কহে। এইরূপ মিশ্র ছন্দঃ রচনাকালে কবিগণ প্রত্যেক স্থলেই যে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতির নিয়ম অনুসরণ করেন তাহা নহে; কোন কোন স্থলে তাঁহারা স্ব স্ব অভিপ্রায় মত বর্ণের মাত্রা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

এই ছন্দঃ পয়ারের ন্যায় রচিত হইয়া থাকে। প্রভেদ এই যে, ইহার কোন চরণের অন্ত্যবর্ণের সহিত অন্য চরণের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না। এই জন্য ইহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে। যথা :—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাস শেখর
আভাময়; তা'র শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে;
শ্যাম-অঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণ ফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যথা;
নির্ঝর-ঝরিত বারি-রাশি স্থানে স্থানে,
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ।"

অলঙ্কার।

যেমন হার মেখলাদি লৌকিক ভূষণ মানবদেহের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেই প্রকার কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদক অনুপ্রাস উপমা রূপকাদিকেও অলঙ্কার বলা গিয়া থাকে। শব্দ ও অর্থ ভেদে অলঙ্কার দুই প্রকার।

শব্দালঙ্কার।

যাহা দ্বারা শব্দের অর্থাৎ রচনার সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়, তাহাকে শব্দালঙ্কার বলে। প্রধান প্রধান শব্দালঙ্কার গুলির নাম ও লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল।

শ্লেষ।

একটী শব্দ দুই বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হইলে শ্লেষ অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা :—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ;
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।"

গোত্রের প্রধান = গোষ্ঠীর প্রধান, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। মুখবংশ = মুখটি কুল, প্রজাপতি। বন্দ্যবংশ = বন্দ্যোপাধ্যায় কুল, পূজ্যকুল। পিতামহ = পিতৃপিতা, ব্রহ্মা। বাম = প্রতিকূল, মহাদেব।

অর্থ শ্লেষ।

যেখানে কোন শব্দে অর্থের সমানতা দেখা যায় তথায় অর্থ শ্লেষ অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা :—

"নদী আর কালগতি একই প্রমাণ,
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।
ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়,
কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়।
উভয়েই গত হ'লে আর নাহি ফেরে,
দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।"

অনুপ্রাস।

এক জাতীয় বর্ণের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে, অনুপ্রাস কহা যায়। যথা :—

"কোকিল কোকিলা করে কল রবে গান,
মধুকরী মধুকরে মধু করে দান।"

যমক।

ভিন্নার্থ-বোধক এক শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। নিম্ন-লিখিত কয়েক প্রকার যমকই সচরাচর দেখা গিয়া থাকে।

আদ্য যমক, যথা:—

"পায় পায় যদ্যপি যাতন,
ভ্রমে ভ্রমে তবে কোন্ জন ?"

মধ্য যমক যথা :—

"তাহার প্রিয়তা-রসে রসে যা'র মন,
যাইতে ভবের পারে পারে সেই জন।"

অন্ত্য যমক, যথা :—

"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব !
হর পাপ হর তাপ কর শিব শিব !"

মিশ্র যমক, যথা :—

"মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়।"

অর্থালঙ্কার।

যে অলঙ্কার বাক্যার্থের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, তাহাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কার অনেকগুলি ; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর নাম ও লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

উপমা।

উপমা = সাদৃশ্য। যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে উপমেয়, আর যাহার সহিত তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান কহে ; এবং জাতি, গুণ ও ক্রিয়া জনিত ভাবকে ধর্ম্ম বলে।

যে স্থলে সমান ধর্ম্মাক্রান্ত অপর বস্তুর সহিত বর্ণনীয় বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হয়, তথায় উপমা অলঙ্কার হইয়া থাকে। উপমা অলঙ্কারের উপমান ও উপমেয় পরস্পর ভিন্নজাতীয় হয়, এবং উপমা-বোধের জন্য 'সম', 'ন্যায়', 'সদৃশ', 'প্রায়', 'যথা', 'তথা', 'যেমন', 'সেইরূপ' প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা :—

"নৃ-মুণ্ডমালিনী দূতী. নৃমুণ্ডমালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকুল সাগর জলে চলে একাকিনী।"

মালোপমা।

যেখানে একটীমাত্র উপমেয়ের অনেকগুলি উপমান দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় মালোপমা হয়। যথা ঃ—

"——————একাকিনী ধনী,
মানিনী ফণিনী যথা, কাঁদেন নীরবে।
বিমুক্ত কবরী কটি, কুঞ্চিত বিষাদে
সে রুচির মুখচ্ছবি। হায় রে যেমতি
বিন্ধ্যাচলে মহামায়া; পঞ্চবটী বনে
জনম-দুঃখিনী সীতা; ইন্দ্রাণী সুন্দরী
নৈমিষ-কাননে কিংবা একাকিনী যথা
অসুরের অত্যাচারে ইন্দ্রালয় ছাড়ি।"

অনন্বয়োপমা।

যেখানে এক বস্তুতেই উপমান ও উপমেয় উভয় ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হয়, তথায় অনন্বয়োপমা অলঙ্কার হয়। যথা ঃ—

"অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-আকৃতি।"

রসনোপমা।

যেখানে বহু উপমান পরস্পরের গ্রন্থিতে সংশ্লিষ্ট হয় তথায় রসনোপমা বলে। যথা ঃ—

"লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ,
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন,
কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ,
সাগরের হৃদে শোভে এ পুর তেমন।"

রূপক।

উপমেয়কে উপমান রূপে আরোপ করিলে রূপক অলঙ্কার হয়। 'রূপ', স্বরূপ', ও 'ময়' শব্দ দ্বারা রূপক অলঙ্কার জ্ঞাপিত হইয়া থাকে। যথা ঃ—

"জ্ঞান রূপ দীপ মনে নাহি জ্বলে যা'র,
কখন ঘুচেনা তা'র ভ্রম-অন্ধকার॥"

সমাস স্থলে রূপক-ব্যঞ্জক শব্দ লুপ্ত থাকে ; কখন কখন স্থল বিশেষে উহার উল্লেখও থাকে না, কেবল ভাবার্থে প্রতীতি হইয়া থাকে। যথা ঃ—

"অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয়-কানন,
অশেষ আতঙ্ক-তরু পরশে গগন,
শাখা প্রশাখায় তা'রা গহন এমন,
প্রবেশে না মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ,
হতাশা-কণ্টকী-লতা বেষ্টিত তথায়,
পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায়।"

পরম্পরিত রূপক।

যেখানে এক বস্তুর আরোপ-সিদ্ধি জন্য অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, তথায় পরম্পরিত রূপক বলে। যথা ঃ—

"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া,
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।"

এখানে কীর্ত্তিতে পদ্মত্বের আরোপ নিমিত্তই প্রতাপে তপনত্বের আরোপ করিতে হইয়াছে।

সাঙ্গরূপক।

যেখানে অঙ্গীতে কোন বস্তুর আরোপ করা গিয়াছে বলিয়া তাহার অঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা যায়, তথায় সাঙ্গ রূপক বলা গিয়া থাকে। যথা :—

" ——— শোকের ঝড় বহিল সভাতে ;
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা,
ঘন নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু, অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।"

ব্যতিরেক।

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণনকে ব্যতিরেক কহে।

উপমেয়ের উৎকর্ষ যথা :—

"সুধাংশু জিনিয়া তা'র সুন্দর বদন,
কুরঙ্গ লজ্জিত হেরি সে চারু নয়ন।"

উপমানের উৎকর্ষ, যথা :—

"দিনে দিনে শশধর,　　হয় বটে তনুতর,
পুনঃ তা'র হয় উপচয়,
নরের নশ্বর তনু,　　হইলে ক্রমশঃ তনু
আর ত নূতন নাহি হয়।"

ভ্রান্তিমান্।

যে স্থলে সাদৃশ্য বশতঃ প্রকৃত বিষয় বা ঘটনাকে কবিকল্পনা

দ্বারা তৎসদৃশ বিষয় বা ঘটনা বলিয়া ভ্রম প্রদর্শন করা হয়, তথায় ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয়। যথা ঃ—

"দেখ সখে ! উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন।"

যেখানে কল্পিত ভ্রম না হইয়া যথার্থ ভ্রম হয় তথায় ভ্রান্তিমান্ হয় না।

বিভাবনা।

যেখানে কারণব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি হয়, তথায় বিভাবনা বলা গিয়া থাকে। যথা,ঃ—

"অচক্ষুঃ সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি,
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি।"

বিশেষোক্তি।

যেখানে কারণ আছে কিন্তু কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা ঃ—

"যদি করি বিষ পান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই,
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হ'বে তা'য়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই।"

অসঙ্গতি।

কারণ এক স্থানে কিন্তু কার্য্য অন্য স্থানে ঘটিলে তাহাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার কহিয়া থাকে। যথা :—

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ!
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।"

উৎপ্রেক্ষা।

যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের প্রভেদ কল্পনা করা যায়, তথায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। 'যেন', ও 'বুঝি', শব্দ ইহার জ্ঞাপক। এই অলঙ্কার বাচ্যা ও প্রতীয়মানা ভেদে দুই প্রকার। যেথানে 'যেন', বা 'বুঝি', শব্দের উল্লেখ থাকে সেথানে বাচ্যা, ও যেথানে তাহাদিগের উল্লেখ না থাকে কিন্তু প্রতীতি হয়, তথায় প্রতীয়মানা বলা যায়।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা, যথা :—

"যেন লাবণ্যের স্রোতঃ অশ্রু ছল করি
অন্তরে না পেয়ে স্থান উথলি পড়ি'ছে
অতিবেগে দ্রৌপদীর হৃদয়-উপরি,
নিরখি ভীমের শোক দ্বিগুণ বাড়ি'ছে।"

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা, যথা—

"কজ্জল-কিরণে শোভা করি'ছে নয়ন,
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ।"

অতিশয়োক্তি।

উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকেই

উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় তাহা হইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলে। যথা :—

"শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা,
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা।"

সন্দেহ।

প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিত বস্তু রূপে সংশয়কে সন্দেহ কহে। সংশয়-বুদ্ধি কল্পিত হইলে এই অলঙ্কার হয়, কিন্তু বাস্তবিক সংশয় হইলে হয় না। 'কি', 'বা', 'কিংবা', 'অথবা' ও 'কি না' ইহার বাচক। যথা :—

"সরোবরে ভাসিছে কি কনক কমল ?
তা' হ'লে উড়িত অলি করি নানা ছল।"

নিদর্শনা।

সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপরে কোন অবাস্তবিক ধর্ম্ম কিংবা কার্য্য আরোপিত করা হইলে, নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা :—

"কাঁদিয়া ত্রিদশেশ্বরী সুধাইলা চরে,
'কহ চর, কি দেখিলি ? কেমনে পড়িল
হিরণ্যক ? কোন্ বলী সংহারিল রণে
হেন সিংহে ? শ্বাপদের নখর-প্রহারে
ভাঙ্গিল অকালে কি রে গিরিবর-চূড়া' ?"

স্বভাবোক্তি।

পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপ ও গুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে। যথা :—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল!

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল,
পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিতবরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত-মন।
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।"

দৃষ্টান্ত।

বর্ণিত বস্তুর দৃঢ়তা সম্পাদনহেতু ভিন্ন বাক্যে তদনুরূপ বিষয়ান্তরের বর্ণনকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা :—

"ধন্য দময়ন্তি ! ধন্য ধর গুণাবলি,
যা'র বলে হরিলে নলের মন-অলি।
আকর্ষে যে জলধির লহরী প্রবল,
তা'র চেয়ে আর কি চন্দ্রের শ্লাঘা বল।"

স্মরণালঙ্কার।

কোন' সদৃশ বস্তুর অনুভব জন্য যে অন্য বস্তুর স্মরণ তাহার নাম স্মরণালঙ্কার। যথা :—

"প্রফুল্ল নলিনে অলি খেলিতেছে হেরি,
বাছার চঞ্চল আঁখি সদা মনে করি।"

দীপক।

প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুই পদার্থের এক ধর্ম্মসম্বন্ধ বর্ণিত হইলে, অথবা অনেক ক্রিয়াপদের সহিত একমাত্র কর্ত্তৃপদের সম্বন্ধ থাকিলে দীপক অলঙ্কার হয়। যথা :—

"এত বড় বিভব সম্পদ্ হেন স্ফীত,
তবু ইহা দেখি এবে দুখী মোর চিত।
পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে।"

এখানে গৃহ এবং সম্পদ্ প্রস্তুত পদার্থ ; ইহাদের সহিত অপ্রস্তুত সরোবর ও কাব্যের শোভারূপ এক ধর্ম্মসম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

"————————কি বলিব আর—
সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভোনক্ষত্রমণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।"

এখানে 'আমি' এই কর্ত্তৃপদের সহিত অনেক গুলি ক্রিয়ার সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে।

সমাসোক্তি।

সমান কার্য্য, সমান বিশেষণ ও সমান লিঙ্গ দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ে অপ্রস্তুত পদার্থের ব্যবহার আরোপিত হইলে সমাসোক্তি বলা যায়। যথা :—

দিবস হইল শেষ, শশধরে কমলেশ,
আপনার রাজ্যভার দিয়া,
সন্ধ্যা করিবার তরে, অন্দরে প্রবেশ করে,
স্বীয় জায়া ছায়াকে লই য়া।
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাসনে,
দ্বিপ্রহর করিয়া শাসন,
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হইয়া অতি,
চলিলেন করিতে শয়ন।"

অর্থান্তরন্যাস।

সামান্য দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ দ্বারা সামান্যের সমর্থনকে অর্থান্তর ন্যাস কহে। যথা :—

"দরিদ্রের মুষ্টিভিক্ষা তুচ্ছ কভু নয়,
রাজার রাজত্বদান তুল্য নাহি হয়।"
"শত শত ঋষির চরণ,
করিয়া হে মস্তকে ধারণ,
প্রধান সাধক সম, হ'য়ে তুমি নিরমম,
নির্ভয়-অন্তরে শৈল! আছ দাঁড়াইয়া,
সে কি কভু করে ভয় যা'র শুদ্ধ হিয়া?"

অপহ্নুতি।

প্রকৃত বিষয়ের নিষেধ করিয়া অপ্রকৃত বিষয়ের সংস্থাপনকে অপহ্নুতি বলে। যথা :—

"শশী নহে, দেখ ঐ জ্বলন্ত অনল,
কলঙ্ক ও নহে, ধূম বিস্তৃত কেবল।"

উল্লেখ।

এক বস্তুর অনেক প্রকার উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহা যায়। যথা :—

"চারি বেদ যাঁ'র ভেদ বুঝিতে না পারে,
বৌদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁ'রে ধরিবারে নারে,
বাইবলে যাঁ'রে বলে সর্ব্বশক্তিময়,
কোরাণে মুসলমানে যাঁ'রে আল্লা কয়,

ভুবন-ভবনে যাঁ'র মহিমা অপার,
স্থাবর জঙ্গম গায় গুণগান যাঁ'র,
সেই সে অনাদি এই সংসারের সার
মানস-সরসে আসি বসুন আমার।"

অপ্রস্তুত প্রশংসা।

অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণন দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা বলা যায়। যথা :—

"যে ভৃঙ্গ স্বর্গীয় পুষ্পে করি'ছে বিহার,
মর্ত্ত্য ফুলে কি গুণে ভুলিবে মন তা'র?
যে মরাল কেলি করে মানস-সরোবরে,
কূপজলে কেলির বাসনা সে কি করে?
যে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর,
কে কবে দেখেছে তা'রে পুকুর ভিতর।"

এস্থলে স্বর্গীয় পুষ্প, মানস সরোবর ও জলধর এই সমস্ত অপ্রস্তুত বিষয় দ্বারা প্রস্তুত পরমার্থের, এবং মর্ত্ত্য ফুল, কূপজল ও পুকুরের জল এই সমস্ত অপ্রস্তুত বিষয় দ্বারা প্রস্তুত পার্থিব ধনের প্রতীতি হইতেছে।

প্রস্তুত বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা হয় না।

ব্যাজস্তুতি।

যে স্থলে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা করা হয়, তথায় ব্যাজস্তুতি বলে।

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, যথা :—

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তাঁ'র কপালে আগুন;
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।"

অতি বড় বৃদ্ধ = দশমী দশা-গ্রস্ত-প্রায় ; সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ ।

সিদ্ধি = ভাঙ্গ প্রভৃতি বৃক্ষপত্র ; মঙ্গল ।

গুণ = ক্ষমতা ; সত্ব, রজঃ, তমঃ ।

কপালে আগুন = স্ত্রীজনসুলভ নিন্দা ; ললাটে বহ্নি ।

কু = মন্দ ; পৃথিবী ।

পঞ্চমুখ = অত্যন্ত বাচাল ; পঞ্চ বদন ।

কণ্ঠভরা বিষ = কটুভাষী ; নীলকণ্ঠ ।

দ্বন্দ্ব = বিরোধ ; মিথুন ভাব ।

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা, যথা :—

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে,
আসি'ছেন রাম নিজ আলয়ে,
শুনিয়া যতেক বালক সবে,
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে :—
'শুন হে কুমার ! তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কাজ ।
তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন-বিদিত অজের কুলে ;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি' ।"

অজ = অজ রাজ ; ছাগ ।

জনক = জনক রাজা ; পিতা ।

কবিতা-পাঠ।

তৃতীয় ভাগ।

ঈশ্বর।

জগতের অন্ধকার নাশিবার তরে
কে রচিল নীল নভে দেব দিবাকর ?
কেই বা সৃজিল চন্দ্র নক্ষত্রনিকরে ?
অনাদি-কারণ সেই পরম ঈশ্বর।

সাগর, সরিত্, হ্রদ, ভূধর কানন,
যাহা হেরি মুগ্ধ হয় ভাবুক-অন্তর,
কে রচিল করি এত চিত্ত-বিমোহন ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

বিমল নীলিমা দিয়া অনন্ত অম্বরে
কে উহা করিল এত নেত্রতৃপ্তিকর ?
অশনি রাখিল কেবা জলদ-অন্তরে ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

সমুদ্রের বারিরাশি তুলি বাষ্পাকারে,
ক্ষণকালে কে আবরে সৌর খর কর ?
কে পুনঃ ভাসায় ধরা তাহে জলাকারে ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

কুলকুল ধ্বনি স্রোতে কেবা শিখাইল
বাল বৃদ্ধ যুবকের মনোমোহকর ?
অতল সলিলে প্রাণী কেবা নিবেশিল ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

ভূচর খেচরে কেবা করিল সৃজন ?
কোন্ কারু তা' সবারে রঞ্জিল সুন্দর ?
কে করিল তাহাদের গতি-নিরূপণ ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

করিয়া কুসুম-দামে সৌন্দর্য্য-নিলয়
ভুলা'ল জগত্-জনে কোন্ শিল্পকর ?
কে চিত্রিল শিখিপুচ্ছে চারু শোভাময় ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

কে দিল বিহগকণ্ঠে সুমধুর রব,
পরিতৃপ্ত হয় যাহে শ্রবণ-কুহর ?
কুসুমে কেই বা দিল সৌরভ-বিভব ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

জনমি ধরায় শিশু কি খা'বে ভাবিয়া
পূর্ব্ব হ'তে তা'র দুঃখে হইয়া কাতর,
জননীর স্তনে দুগ্ধ কে দিল আনিয়া ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

জনমিয়া পুনঃ সেই উপায়-বিহীন
কি রূপে বাঁচিবে হ'য়ে সে ভাবনাপর
কে দিল জননী-হৃদে স্নেহ অনুদিন ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

মানবে করিল কেবা প্রাণীর প্রধান ?
কে দিল তাহারে এই রম্য কলেবর ?
কেই বা করিল তা'রে এত জ্ঞানবান্ ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

প্রিয় পুত্র মানবের মঙ্গল-আশয়ে,
নিভৃত দেখিয়া বন, ভূধর-কন্দর,
কে তথায় পাঠাইল হিংস্র জন্তুচয়ে ?
অনাদি-কারণ সেই পরম ঈশ্বর।

দুষ্ট বিষধরগণে কেবা আদেশিল
আশ্রয় করিতে অতি গভীর গহ্বর ?
মকর কুম্ভীরে নীরে কেবা নিবেশিল ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

রক্ষিতে জগত্-প্রাণ জগত-জীবনে
সঞ্চারিত কে করিল ভবে নিরন্তর ?
কে সদা করুণা এত করে প্রাণিগণে ?
অনাদি-কারণ সেই পরম-ঈশ্বর।

ভক্তি-ভাবে যুক্ত-করে প্রণমি তাঁহারে,
অগতি-পরম-গতি সেই দয়াময়,
দুঃখের অর্ণব-মাঝে কে আর নিস্তারে
সেই কর্ণধার যদি না হন সদয় ?

জীবন-সঙ্গীত।

কেন শুনি সকলেই করিয়া রোদন হে
করিয়া রোদন,
বলে সদা, "হায়! হায়!
নাহি সুখ এ ধরায়,
'অমূলক স্বপ্নমাত্র মানব-জীবন !'"

দেখনা ভাবিয়া মনে, দেখনা ভাবিয়া হে
দেখনা ভাবিয়া,
আলস্য ধরিয়া যা'য়
করিয়াছে জড়-প্রায়,
বাঁচিয়াও অবনীতে নাই সে বাঁচিয়া।

নয় নয় 'অমূলক স্বপ্ন' এ জীবন হে
স্বপ্ন এ জীবন,
ভৌতিক নশ্বর কায়
পঞ্চভূতে মিশি যায় ;
আত্মার বিনাশ নাহি হয় কদাচন।

ভোগ-বিলাসেতে দিন করিতে যাপন হে
করিতে যাপন,
কিংবা প্রিয়জন-শোকে
কাঁদিবারে ইহলোকে,
নয় নয় আগমন কা'রো কদাচন।

করণীয় আছে যাহা তাহার উন্নতি হে
তাহার উন্নতি
দিন দিন হয় যা'য়,
যতন করহ তায়,
অভীষ্ট সফল হ'বে, ঘুচিবে দুর্গতি।

প্রচুর শিখিতে আছে বিশাল ধরায় হে
বিশাল ধরায়,
কিন্তু জিনি সমীরণ
দ্রুতগতি এ জীবন,
অনুরোধে ক্ষণকাল নাহিক দাঁড়ায়।

ধুক্ ধুক্ উঠে পড়ে হৃদয় এখন হে
হৃদয় এখন,
কিন্তু রণ-ঢক্কা প্রায়
জানাই'ছে উহা হায়!
'নিকট তোমার ভাই! নিকট মরণ।'

উন্নতির পথে চল আছ যতক্ষণ হে
আছ যতক্ষণ,
কর্ম্ম-দোষে আপনার
দেখ যেন শত ধার
দুর্লভ-জীবনে আঁখি না করে বর্ষণ।

পৃথিবী সমর-ভূমি জানিহ নিশ্চয় হে
জানিহ নিশ্চয়,
চারি দিকে বৈরিগণ
করিতেছে আক্রমণ,
নিদ্রায় মগন থাকা উচিত কি হয়?

সাজহ বীরের সাজে সাজহ ত্বরায় হে
সাজহ ত্বরায়,
ধর অসি খরশাণ
বধহ শত্রুর প্রাণ,
'বীর' নাম রাথি যাও নশ্বর ধরায়।

ভবিষ্যৎ-সুখ-আশা বড়ই মোহিনী হে
বড়ই মোহিনী,
কিন্তু কি বিশ্বাস তা'য়
কোন পথে ল'য়ে যায়
কখন্ কিরূপে কা'য় সেই কুহকিনী?

অতীত-চিন্তায় নাহি কোন ফলোদয় হে
কোন ফলোদয়,
করিতে হইবে যাহা,
এখনি করহ তাহা,
সদয় ঈশ্বর সদা কা'রে আর ভয়?

পরলোকে গিয়াছেন যে মহাত্মগণ হে
যে মহাত্মগণ,
তাঁহাদের কর্ম্ম স্মরি
দেখ বিবেচনা করি,
পারি কি না হ'তে মোরা তাঁ'দের মতন।

ছাড়িয়া গেছেন বটে এ ভব-ভবন হে
এ ভব-ভবন,
তথাপি করুণা ক'রে
সময়-ভূমির 'পরে,
রেখেছেন পদ-চিহ্ন মোদের কারণ।

যাইতে যাইতে ভাসি এ ভব-সাগরে হে
এ ভব-সাগরে,
হ'তে পারে, কোন জন
করি ইহা দরশন,
দ্বিগুণ সাহসে যা'বে প্রফুল্ল-অন্তরে।

এস এস এস তবে যতনে এখন হে
যতনে এখন,
সাহস-উদ্যম সহ,
করি সবে অহরহঃ,
অলসতা পরিহরি 'স্বকার্য্য-সাধন।'

যা' থাকে কপালে দাও ঘটিবারে তা'য় হে
ঘটিবারে তা'য়,
কিছুই না লক্ষ্য করি
স্বকার্য্য সাধন করি
এস এস এস ভাই! সময় যে যায়।

সায়ংকাল।

দেখ কিবা পশ্চিম-গগন
ভানুর চরম-করে রক্তিম-বরণ!
নাহি সে মধ্যাহ্ন দাপ, নাহি আর খর তাপ,
হেরিলে নয়ন আর ঝলসি না যায়,
প্রশান্ত-মূরতি রবি এখন ধরায়।

আহা! ওই লোহিত কিরণ
শিখরি-শেখরে দেখ শোভি'ছে কেমন!
ক্রমে তরু-শির ত্যজি, মাঠের শোভায় মজি,
শ্যামল নবীন তৃণ কেমন সাজায়!
নাচিয়া নদীর হ্নদে কেমন খেলায়!

গোষ্ঠ হ'তে দেখ গাভীগণ
হাম্বারবে গৃহ-পানে করি'ছে চরণ।
গগনে বিহগ-চয় নিরখিয়া সন্ধ্যা হয়,
শাবকে হেরিতে হ'য়ে বিকল অমনি,
ঝাঁকে ঝাঁকে আ'সে নীড়ে করি কলধ্বনি।

সাগরের তরঙ্গ-নিচয়,
উত্তাল হইয়া আর বেগে নাহি বয়।
বেলা-ভূমি স্পর্শ ক'রে, সুমধুর কলস্বরে,
তুষিয়া শ্রবণ মন করি'ছে গমন,
বিশাল তাহার বক্ষঃ সুস্থির এখন।

দেখ কত ফুটিতেছে ফুল,
গুন্ গুন্ ছুটিতেছে তাহে অলি-কুল।
সৌরভের গুরুভারে চলিবারে নাহি পারে,
পিপাসিত হ'য়ে যেন পিয়া নদী-জল
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুশীতল।

একে একে সুরনারীগণে
তারকা-দীপের মালা জ্বালি'ছে গগনে।
শাখী'পরে পাখিগণ, হ'য়ে বিষাদিত-মন,
দিনকর যায় দেখি অস্তাচল-শিরে,
কাঁদিয়া কহি'ছে যেন, 'এস এস ফিরে।'

সরোবরে দেখ কমলিনী
নাথেরে যাইতে হেরি হ'য়ে বিরহিণী,
ইচ্ছা নাহি করে আর, দেখা'তে বদন তা'র ;
টানি'ছে মনের ক্ষোভে মলিন-অম্বর,
ব্যথায় ব্যথিত কাছে কাঁদি'ছে ভ্রমর।

ডুবি ওই গেল দিনমণি,
তিমির-মলিন-বাস ধরিল ধরণী।
ঠিক এইরূপে হায়! মানব-জীবন যায় ;
তরুণ-অরুণ-সম আ'সে হাসাইয়া,
যৌবনে রাজত্ব করি, যায় কাঁদাইয়া।

তবু আছে অনেক অন্তর,
সাধিয়া আপন কাজ যায় দিবাকর ;

বুঝেনা মানব তাহা, আপনার কার্য্য যাহা
না করি, আমোদে কাল কাটায় হেলায়,
অনুতাপে অবশেষে করে হায়! হায়!

আরো ভেদ করি বিলোকন,
আ'সে পরদিন রবি করিলে গমন;
অস্ত হ'লে একবার মানব কি আ'সে আর
জগত্ কাঁদয়ে যদি তাহার লাগিয়া,
আ'সেনা আ'সেনা কভু আ'সেনা ফিরিয়া।

সেই হেতু বলি বার বার,
বৃথা এ জীবন ভাই! যাপিওনা আর;
তপনের নিদর্শনে, নিজ কার্য্য-সম্পাদনে,
দেখাও সে গুণ, যাহে নিখিল সংসার
কাঁদেহে তপন-মত মরণে তোমার।

সত্য ও মিথ্যা।

সত্যমিথ্যা এক দিন উভয়ে মিলিয়া,
রমণীয় বন-শোভা, জগজন-মনোলোভা,
হেরিয়া শরতে, আঁখি জুড়া'বে বলিয়া,
হরষিত-মনে যায় কাননে চলিয়া।

যাইতে যাইতে পথে দেখে মনোহর
নব শস্যে মাঠ যত ধরিয়াছে শোভা কত!
পল্লবিত চারি দিকে পাদপ-নিকর
ফুল-ফলে সাজিয়াছে পরম সুন্দর!

প্রবেশি কাননে ক্রমে করে বিলোকন,
ফুটে নানা জাতি ফুল, সৌরভেতে অলিকুল
আকুল হইয়া করে মধুর গুঞ্জন,
মাঝে মাঝে বিহঙ্গম জুড়ায় শ্রবণ!

গিরি হ'তে ঝর্ ঝর্ ঝরি নির্ঝরিণী,
কিছু দূর বেগভরে গিয়া, গতি মন্দ ক'রে
নাচিয়া চলি'ছে করি কুল কুল ধ্বনি,
নাচাইয়া প্রকৃতিরে হৃদয়ে অমনি!

এইরূপ কতরূপ লোচন-লোভন
হেরি শোভা, দুই জনে পরম প্রফুল্ল-মনে
তটিনীর তীরে বসি বিরাম-কারণ,
সেবিতে লাগিল সুখে শীতল পবন।

লভিয়া বিরাম, ক্রমে কথায় কথায়
বলে মিথ্যা, নদীজল দেখ কিবা নিরমল!
দেখনা কমল ওই কিবা শোভা পায়!
এস ভাই! স্নান আজি করিহে হেথায়।'

মিথ্যার কথায় সত্য স্নান করিবারে,
মহামূল্য অলঙ্কার, শ্বেত-বাস আপনার
ছাড়িয়া উলঙ্গ হ'য়ে জলে একেবারে
নিমগ্ন হইল অগ্রে, রাখিয়া মিথ্যারে।

এই অবসরে মিথ্যা আপন বসন
করি ত্বরা পরিহার, সত্য-বাসে আপনার
আবরিয়া কায়, ল'য়ে সত্যের ভূষণ,
দ্রুতপদে বন দিয়া করে পলায়ন।

স্নান করি উঠি সত্য দেখে চমৎকার!
প্রলোভনে ভুলাইয়া গেছে মিথ্যা পলাইয়া;
বসন-ভূষণ সব লইয়াছে তা'র,
জীর্ণ বাস কৃষ্ণবর্ণ রয়েছে মিথ্যার।

ঘৃণা করি পরিবারে তা'র সে বসন,
তেমনি উলঙ্গ-বেশে মৃদুপদে সত্য শেষে
সঙ্কোচ না ভাবি কিছু করিল গমন;
সে অবধি নাহি তা'র কোন আবরণ।

সত্যবেশ ধরি মিথ্যা লোকালয়ে যায়,
লুকাইয়া মনোভাব প্রকাশে কতই ভাব!
ধরা পড়ে কিন্তু হায়! কথায় কথায়,
ঘৃণায় কেহ না আর তা'র পানে চায়।

ধর্ম্ম, বুদ্ধি ও যশ।

এক দিন পৃথিবীতে ভ্রমণের আশে,
হরষিত-মন ধরম সুজন
ধীরে ধীরে করে পদ-সঞ্চালন,
বুদ্ধি আর যশ দুই বন্ধু দুই পাশে।

যাইতে যাইতে বুদ্ধি মধুর বচনে
কহে, 'বন্ধুগণ! কোথায় মিলন
হইবে সবার, যদি হে কখন
ছাড়াছাড়ি হই কোন দৈবের ঘটনে?

'শিল্পের উন্নতি যেথা দিন দিন হয়,
কৃষি-জীবিগণ নূতন নূতন
করিয়া কৌশল লভে শস্যধন,
বাণিজ্যের তরে লোক উৎসুক যথায়,

'বিদ্যাবলে যেখানেতে মানব-তনয়,
সু-কৌশল-গত করে কার্য্য শত;
কবিতা-আদর যথায় সতত,
সেই খানে মোর দেখা পাইবে নিশ্চয়।'

ধর্ম্ম বলে, 'দরিদ্রের নয়নের জল
মুছা'য়ে যতনে যেথা নরগণে
দেয় অকাতরে ধন-বিতরণে;
স্বার্থ-হীন হ'য়ে করে পরের মঙ্গল,

'জননী জনকে গণি দেবতা সমান,
তাঁ'দের চরণ করিতে অর্চ্চন
কায়-মনে রত থাকে অনুক্ষণ,
ঈশ্বর-আদেশ ভাবি যেথানে সন্তান,

'মাদক-সেবনে নিত্য আগ্রহে যথায়,
হারাইয়া জ্ঞান মানব-সন্তান
করি নিরন্তর পাপ-অনুষ্ঠান
ইহ-পরকাল নষ্ট করিতে না চায়,

'কপট-ধর্ম্মের ভাব যেথানে না রয়,
অসত্য-প্রিয়তা, নাহিক শঠতা,
নাই হিংসা দ্বেষ, নাই নৃশংসতা,
মোর দেখা সেই খানে পাইবে নিশ্চয়।

'উচ্চ-সৌধতলে বাস করুক বিলাস,
দেখিব যেথানে লোভ-অভিমানে,
অমি ত কখন না যা'ব সেখানে,
বিজনে সাধুতা-সনে র'ব বার মাস।'

শুনিয়া তা'দের কথা যশ পরে কয়,
'বিপথে পড়িয়া গেলে হারাইয়া,
যে যেখানে থাক, মিলিবে খুঁজিয়া;
তোমাদের সহ দেখা কঠিন ত নয়?

'মোর পদ কিন্তু ভাই! সদা স'রে যায়,
আমি এক বার গেলে মিলা ভার;
যেথানেই যাও, না পাইবে আর;
তা'ই বলি চখে চখে রেখহে আমায়।'

প্রাসাদ ও কুটীর।

সুধা-ধবলিত এক বিলাস-ভবন
রতন-খচিত, উঠে ভেদিয়া গগন;
চারি দিকে উপবন ভুলায় নয়ন মন;
কুল কুল কল্লোলিনী মৃদুল গমন
করি'ছে নিকট দিয়া তুষিয়া শ্রবণ।

এক দিন সে ভবন উচ্চ শির ক'রে
অদূরে কুটীর দেখে কানন-ভিতরে;
মাটীতে নির্ম্মাণ তা'র, শোভা-রাশি আপনার,
নিরখিয়া অহঙ্কার উপজে অন্তরে,
ডাকিয়া তাহারে পরে কহে দম্ভভরে,

'ধিক্ হে কুটীর! ধিক্ তোমার জীবনে!
হেন অবস্থায় বল আছহ কেমনে?
বংশ-খণ্ডে নিরমাণ, কোথায় তোমার মান?

শরীর-সৌষ্ঠব তব মৃত্তিকা-লেপনে,
মস্তক আবৃত হেরি তৃণ-আবরণে।

'আমার ঐশ্বর্য্য-পানে দেখ হে চাহিয়া,
কি সাজে সেজেছি দেখ নয়ন ভরিয়া।
আমাতে যে করে বাস, সুখে থাকে বার মাস ;
তোমাতে নিবসে লোক কিসের লাগিয়া ?
কাটায় জীবন শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া।'

শুনিয়া কুটীর এই বচন তাহার
বিনয়ে কহিল, 'ভাই ! কি বলিব আর !
একে একে তুলনায়, এই মাত্র দেখা যায়,
নাহি আমি কোনমতে সমান তোমার
কিছুতেই মিলিবে না কা'রো সনে কা'র।

'সত্য বটে তব শির ভেদি'ছে অম্বরে,
বজ্রপাত আগে ভাই ! তোমারি উপরে।
রতন-কাঞ্চনে কায় বটে তব শোভা পায়,
কিন্তু হায় ! দেখ দেখি ভাবিয়া অন্তরে,
ভিখারী ফিরিয়া যায় মুষ্টিভিক্ষা তরে।

'তোমাতে নিয়ত, হের, বসতি যাহার,
কোমল-শয়ন 'পরে নিদ্রা নাই তা'র।
মিলিয়া বান্ধবগণে হাসে খেলে হৃষ্টমনে
কিন্তু সেই বৃথামোদে মানসে তাহার
হয় কি কখন কিছু সুখের সঞ্চার ?

এমন প্রবল রাজা কে আছে কোথায় ?
সাগর কাহার পদে মস্তক লুটায় ?
আপনি করিলে আজ্ঞা, সাধ্য কি তাহার,
একপদ অগ্রসর হয় পুনর্ব্বার ?'
শুনি চাটুকার মুখে এরূপ বচন,
নৃপতি আপন মনে ভাবেন তখন,
'একি কথা কহে আজি এই চাটুকার ?
নমে কি সমুদ্র কভু চরণে আমার ?
কি শকতি আছে মোর ? আমি ক্ষুদ্র নর,
কি লাগি আদেশ মম পালিবে সাগর ?
যা' হ'ক পরীক্ষা আমি করিব ইহার,
দেখিব সেবক কিনা সাগর আমার।'
এত ভাবি সভাসদে হইয়া বেষ্টিত,
সাগরের তীরে রাজা হ'ন উপনীত।
জলের অদূরে পাতি রতন-আসন,
বসেন ব্রিটেন-পতি পরীক্ষা কারণ।
ক্রমশঃ স্রোতের বেগ নিকটে আসিল,
আসনের প্রান্তভাগ ক্রমে ভিজাইল।
তাহা হেরি ব্যস্ত হ'য়ে কহে চাটুকার,
'দেখুন, সাগর নমে পদে আপনার।'
তথাপি ব্রিটেন-রাজ রহেন বসিয়া,
'নিরখি, আরো কি ঘটে, অন্তরে ভাবিয়া।
ক্রমশঃ সে জল-রাশি নাচিতে নাচিতে,
নির্ভয়ে ভূপতি-পদ গেল ভিজাইতে।

ভিজিল নেহারি নিজ জানুর বসন,
ডাকিয়া সাগরে রাজা বলেন বচন,
'সাগর! কি হেতু তব হেন অহঙ্কার?
কি সাহসে ভিজাই'ছ বসন আমার?
জাননা কি জ্ঞানহীন! আমি কোন্ জন?
কাহার প্রতাপে কাঁপে আকাশ কানন?
দেশ-দেশান্তর হ'তে অরাতি-নিকর,
তুমিই ত হৃদে ধরি আনহ সাগর!
কিন্তু কা'র ভুজবলে, সম্মুখ-সংগ্রামে
পড়ি, ত্যাগ করে তা'রা এই ধরা-ধামে?
আমি সে ব্রিটেন-রাজ, একি তব রীতি?
মোরে পদে দল তুমি নাহি প্রাণে ভীতি?
জীবনে যদ্যপি থাকে মমতা তোমার,
এখনো পালন কর নিদেশ রাজার।
বজ্রনাদে বার বার আদেশি তোমায়,
ত্বরায় ফিরিয়া যাও আছিলে যথায়।'
জগৎ-নিয়ন্তা যা'রে সতত চালায়,
কেমনে সে যা'বে ফিরে রাজার কথায়?
নিরখি নরেন্দ্র তাঁর বিফল বচন,
সভাসদে সম্বোধিয়া কহেন তখন,
'এই ত সাগর হ'য়ে প্রফুল্ল-অন্তর,
একে একে তুলিতেছে স্রোত বহুতর;
এই ত সে বীচিমালা নাচিয়া নাচিয়া,
অঙ্গের বসন মোর দিল ভিজাইয়া;

এই ত আপনি আমি সম্মুখে সবার,
জলদ-গম্ভীর-স্বরে ডাকি বার বার,
করিলাম নিবারণ হ'তে অগ্রসর,
আদেশ ত পালিল না অবাধ্য সাগর ;
শ্রবণে না দিল স্থান আমার বচনে,
আকাশে উড়িল আজ্ঞা পবনের সনে ;
কেন বা সে জলনিধি নিদেশ আমার
করিবে পালন, বল ? আমি কোন্ ছার ?
রাজ-অধিরাজ হই, কিবা তাহে মান ?
সাগর-সকাশে আমি কীটের সমান ;
দেখনা কি, মূঢ়তম ওহে চাটুকার !
কোন্ মহোদয়-সৃষ্ট এ বিশ্ব-সংসার ?
কাহার নিয়মে শূন্যে ঘুরি'ছে ভুবন ?
কাহার নিয়মে বাধ্য তারকা তপন ?
কাহার নিয়মে বশ বরষা শরৎ ?
কাহার নিয়মে হাসে বসন্তে জগৎ ?
যাঁহার নিয়মে বাঁধা নিখিল সংসার ;
তাঁহারি নিদেশে চলে সাগর অপার।
ধন, মান, আধিপত্যে কি আছে গৌরব ?
ধূলিকণা হ'তে, জেন, অসার এ সব !
সার শুধু সে পরেশে জানি, চাটুকার !
ত্যজ দম্ভ, অভিমান, ত্যজ অহঙ্কার !

মামুদ-সভায় পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা ।

'এই না গজনি ? যা'র শোভার সংবাদ
আপনি পবন বহি দেয় প্রতি ঘরে ;
জগতে উপমা-হীন বিভব-প্রবাদ
প্রতিক্ষণ যায় যা'র দেশ-দেশান্তরে ।

'এই না সে রাজপুরী ? পাঠান-প্রধান
নির্ম্মাণ করেছে যাহা পরম যতনে ;
লুণ্ঠন করিয়া কত ধন-পূর্ণ স্থান
খচিত করেছে যাহা রতন-ভূষণে ।

'এই না নিরখি তার বিচার-মন্দির ?
পাত্র-মিত্র-সভাসদে বেষ্টিত হইয়া,
কপট-আচারী সেই ক্রূর ধর্ম্মবীর,
ধর্ম্মের বিচার করে যেখানে বসিয়া ।

'যাই দেখি, কি বিচার করে নষ্টমতি ;
পশুবলে বহুদেশ করি অধিকার,
কেমনে শাসন করে পাঠানের পতি,
শৃঙ্খলা কিরূপ করে রাজত্বে তাহার ।'

বলিতে বলিতে এক বিদেশ-বাসিনী
প্রবেশ করিল আসি মামুদ-সভায় ;
দেখিয়া গলিত-অঙ্গ প্রাচীনা কামিনী,
পথ রোধ না করিল প্রতিহারী তা'য় ।

যথাযোগ্য ব্যবহারে ভেটিয়া পাঠানে,
দূরেতে বিষাদ-মুখী রহে দাঁড়াইয়া ;
আকৃতি দেখিয়া অতি শোকাতুরা-জ্ঞানে,
জিজ্ঞাসে মামুদ তা'রে আপনি ডাকিয়া,

'কহ বৃদ্ধে ! কোথা হতে এসেছ হেথায় ?
শোকের লক্ষণ কেন নিরখি এমন ?
ব্যথিত করিল কেবা মরম-ব্যথায় ?
আমার নিকটে আজি কি করি মনন ?"

শুনিয়া মামুদ-মুখে সস্নেহ-বচন,
উথলি উঠিল তা'র শোকপারাবার ;
অশ্রুর সাগরে অক্ষি দিল সন্তরণ,
বহিতে লাগিল বক্ষে অবিরল-ধার।

স্তম্ভিত সকলে, যা'রা আছিল সভায়,
মুখেতে বচন কারো নাহি সরে আর ;
চিত্রেতে অর্পিত চারু পুত্তলিকা-প্রায়
রহিল চাহিয়া হেরি অদ্ভুত ব্যাপার।

কতক্ষণে করি কষ্টে শোক-সংবরণ ;
অসীম সাহসে বৃদ্ধা সভামধ্যে কয়,
'থাকিলেও রাজা, যেথা রাজ্যের শাসন
সুশৃঙ্খলে কোন স্থানে কখন না হয়,

'সেই খানে বাস মম তব অধিকারে,
তোমারি হস্তেতে মোর পালনের ভার,

আসিয়াছি কাঙ্গালিনী আজি তব ঘরে,
খুঁজিতে হৃদয়-নিধি কোথায় আমার।

'প্রবল-প্রতাপ তোমা দেছেন ঈশ্বর;
বাহুবলে বহুদেশ করেছ লুণ্ঠন;
দেবমূর্ত্তি দেখিলেই নিগ্রহি বিস্তর,
আত্মসাৎ করিয়াছ রতন-কাঞ্চন।

'যে দেশের রাজা হেন লুণ্ঠন-তৎপর,
প্রজা কি তাহার হয় ধর্ম্ম-পরায়ণ?
রাজারি দৃষ্টান্তে তা'রা বদ্ধ-পরিকর
করিবারে নিয়তই পরস্ব হরণ।

'না মানে কাঙ্গাল ধনী, দস্যু দুরাশয়,
অনাথা-রোদনে নাহি করে কর্ণপাত,
গৃহে বা প্রান্তরে, পথে, যেথানে যে রয়,
বিনাশি তাহারে, ধন করে আত্মসাৎ।

'অনাথিনী আমি, মোর একটী তনয়,
জীবিকা-নির্ব্বাহ হেতু বাণিজ্য করিতে
যাইত বিদেশে বৎস সময় সময়
পাগলিনী নারিতাম ভবনে রহিতে।

'হইল অনেক দিন না আসে ফিরিয়া
চিন্তার অনল হৃদে জ্বলিল আমার
জিজ্ঞাসি যাহারে দেখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কেহ না বলিতে পারে কোন সমাচার।

'একদিন অকস্মাৎ, কি বলিব আর,
জলন্ত অশনি মোর পড়িল মাথায়
শুনিলাম পথিমধ্যে দস্যু দুরাচার
ধনলোভে বধিয়াছে আমার বাছায়।

'যেই জনপদে কিছু নাহিক শাসন
অরাজক বিনা আর কি বলিব তায়?
হেন দেশে করি বাস দুখিনী-জীবন
অকালে দস্যুর করে জীবন হারায়!

'কেমনে জানিব কোন্ তস্কর দুর্জ্জন
দয়া ধর্ম্মে পদতলে দলি একেবারে
অনাথা-অঞ্চল-নিধি করিল হরণ
মজাইয়া অভাগীরে শোক-পারাবারে।

'জানাতে প্রাণের জালা এসেছি এখানে,
কে হরিল বল মোর হৃদয় রতন?
কোন্ দস্যু রাখিয়াছে তা'রে কোন স্থানে?
আনিয়া সত্বর মোরে কর সমর্পণ।'

এতেক কহিয়া বৃদ্ধা কাঁদিল আবার,
নীরব রহিল বসি যত সভাজন,
শুনিয়াও সকরুণ রোদন তাহার
পাঠান-হৃদয় নাহি পাইল বেদন।

বাহ্যিক শোকের চিহ্ন প্রকাশি বচনে,
কহিল পাঠান-রাজ ডাকিয়া বৃদ্ধায়,

'সত্য বটে শুভে! প্রিয় সুতের নিধনে
ব্যথিত তোমার হিয়া বিষম ব্যথায়,

'বেদনা পাইল আজি আমারো হৃদয়,
তোমার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ,
দীনের উপরে এত উৎপীড়ন হয়,
আমিই সে সমুদয় দোষের কারণ।

'কিন্তু শুভে! মনে মনে দেখ বিচারিয়া,
কোথায় গজনি, কোথা বসতি তোমার;
রাজধানী হ'তে বহু দূরেতে বলিয়া,
ঘটিয়াছে তব প্রতি এত অত্যাচার।'

শুনিয়া মামুদ-মুখে এ হেন বচন
সহসা গম্ভীর ভাব প্রাচীনা ধরিল,
পাঠানের সভাস্থলে করি সম্বোধন,
নির্ভয়-হৃদয়ে তা'রে আবার কহিল,

'সক্ষম না হয় যেবা যে কার্য্য-সাধনে,
কি হেতু তাহার ভার আগ্রহে সে লয়?
শকতি না থাকে যদি ভূধর-ধারণে,
কে কোথা তাহার লাগি অগ্রসর হয়?

'হস্ত দিয়া শশধর ধরিবার আশে
বামন যদ্যপি বাহু করে উত্তোলন,
তাহার উদ্যম হেরি বালকেও হাসে,
বিফল-প্রয়াস শীঘ্র হয় সেই জন।

'কিংবা যদি পঙ্গু যায় শৈল-আরোহণে,
হয় কি কখন তা'র মানস সফল ?
বরঞ্চ ভূতলে পড়ি দারুণ বেদনে,
অচিরে সে করে ভোগ নিজ কর্ম্ম-ফল।

'অথবা না বুঝি যেবা নিজ ভুজ বল
সন্তরণে বাঞ্ছা করে তরিতে সাগর,
যাইয়া সে কিছু দূর, হয় হীনবল,
পূর্ণ করে পরিশেষে মকর-উদর।

'না থাকে ক্ষমতা যদি করিতে শাসন,
যে দেশ এখান হ'তে দূরে অবস্থিত,
স্বল্প-পরিসর ভূমি করহ পালন,
রাজ্যের বিস্তার তবে নহে সমুচিত।'

সদর্পে পাঠান-রাজে কহি এ প্রকার,
প্রাচীনা নয়ন-নীর অঞ্চলে মুছিল,
সগর্ব্বে পাঠান-সভা করি পরিহার,
কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় ভবনে ফিরিল।



দারিদ্র্য-পীড়িত ব্যক্তি।

ছিল পুরাকালে এই বঙ্গ-ভূমে,
বহুমানাস্পদ ধনবান্,
বিদ্যা-বিশারদ, ধার্ম্মিক প্রবর,
বিপন্নের প্রতি দয়াবান্।

বিদ্যার মন্দির, ভেষজ-আলয়,
ছায়া-যুত রম্য রাজপথ,
কোথা দীনাশ্রয়, জলাশয় করি,
পূরা'ত সবার মনোরথ।

মুক্ত-হস্তে দান, অতিথি-সৎকার,
ভবনে তাহার প্রতিদিন,
শুনি জনরবে, দেশান্তর হ'তে,
আ'সে অগণন দীন হীন।

হেরি সুসময়, সুখের কপোত
কতই বান্ধব উপনীত,
ধন-লালসায় আ'সে যায় সদা,
চাটু ভাষে গায় যশো-গীত।

ভ্রমবশে যদি নীতি-বিগর্হিত
ঘটে কোন কাজ কদাচন,
সম্পদ্-মারুতে হয় দোষ-রজঃ
লোক-লোচনের অদর্শন।

অদৃষ্টের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে,
দুর্ভাগ্য-করে সে ধৃতবান্.
সর্ব্ব-সংহারক কাল-বশে ক্রমে
বিপুল-বিভব ক্ষীয়মান্।

ভীষণ-মূরতি দারিদ্র্য ক্রমশঃ
করাল কবলে আপনার
গ্রাসে হেরি তা'য় সম্পদের সখা
একে একে করে পরিহার।

পান্থ-জন পথে ডাকিয়া পথিকে
নাহি করে যথা আলাপন,
প্রার্থনার ভয়ে বন্ধুগণ আর,
না করে প্রণয়-সম্ভাষণ।

চির-সুখোচিত, না পারি বহিতে
দুর্ব্বহ দুঃখের গুরু-ভার,
প্রিয়সখাবাসে, গেল এক দিন,
আশা করি কিছু উপকার।

মধ্যাহ্ন-ভানুর প্রখর কিরণে
বহে অবিরল স্বেদ-জল,
ক্ষুধা-পিপাসায়, পথ-পর্য্যটনে
হ'ল উপনীত ক্ষীণবল।

নানা-গুণ যুত হ'লেও পুরুষ,
দারিদ্র্য-দশায় কোথা মান?

হ'লে কলুষিত সমুজ্জ্বল মণি,
করে লোকে তা'য় তৃণজ্ঞান।

দীন হীন বেশ হেরিয়া মিত্রের,
'এস' মাত্র বলি অবজ্ঞায়,
স্বকর্ম্ম-নিরত হইল তখনি,
'সম্পদের সখা' পুনরায়।

ক্ষণকাল বসি সেই অবস্থায়,
লভিয়া বিশ্রাম অনন্তর,
আগ্রহাতিশয়ে বন্ধুবরে ডাকি
জিজ্ঞাসে দরিদ্র ক্ষীণস্বর,

'কহ মিত্রবর! কুশল আপন,
কহ হে সকল সমাচার,
কর্ম্ম ত তোমার হয় সুখাবহ?
নিরাময় ত হে সুতদার?'

সরল বন্ধুর প্রণয়-পূরিত
বচনেও করি অনাদর,
অধোনত শির প্রকম্পনে শুধু
দিল সে উত্তর স্বার্থপর।

কহে অনন্তর, 'ব্যস্ত অতিশয়
আছি এবে, সখা, অন্যদিন
আসিও হেথায়, কুশল আলাপে
হইব উভয়ে সুখাসীন।'

অবজ্ঞা-বচন শুনিয়া বন্ধুর,
দেখিয়া তাদৃশ ব্যবহার,
ক্ষুধাতুর দীন হইয়া হতাশ,
স্মরিল অবস্থা আপনার।

নির্ব্বেদ মানসে হইল উদিত,
আবির্ভূত ক্রোধ, অভিমান,
করি আত্মগ্লানি বিষাদ-বচনে
কহিল স্বগত মতিমান্,

'অনুগত যা'রা ছিল নিরন্তর,
আত্মীয়-নিকর বন্ধুজন,
একি চমৎকার! হেরি ধনহীন
না চাহে করিতে সম্ভাষণ।

'দ্রষ্টুকাম, কিংবা যা'রা ভৃতি-ভোগী
ছিল এককালে, এ সময়
হ'লেও আহূত, না আ'সে সমীপে,
মিষ্ট-ভাষে কথা নাহি কয়।

'দীপ-হীন গৃহে রজনীতে যথা,
চিত্রপট নাহি শোভা পায়,
সদ্গুণ-নিকর, নির্ধন হইলে,
তেজোহীন তথা হ'য়ে যায়।

'থাকিলে বিভব, শত জন সখা;
দারিদ্র্যে সখাও হয় পর;

নীরস-সরসে, দহে পদ্মিনীরে,
সারস-বন্ধুর খর কর।

'বিধি প্রতিকূল হ'লে পয়োধিতে
নাহি মিলে পয়ঃ কদাচন,
সুধা-সিন্ধু তথা সুধাকর আর
নাহি করে সুধা বিতরণ।

'কল্প-পাদপেও অভীপ্সিত ফল
না করে প্রদান প্রার্থনায়,
সুবর্ণ-প্রভব সুমেরু-শিখরে
সুবর্ণের কণা মিলা দায়।

'অপূর্ব্ব, দীনতে! ক্ষমতা তোমার!
অনির্ব্বাচ্য তব সমর্থন,
সকলি সুসাধ্য তোমার সকাশে,
অন্যে ভাবে যাহা অঘটন।

'মূর্খ কর ধীরে, অচির কালেতে,
মান্যবরে কর মানহীন,
সুবুদ্ধিকে কর তুমিই নির্ব্বোধ,
প্রিয়কে অপ্রিয় দিন দিন।

'তোমার শাসনে, তনয় জনকে,
করিতেছে কোথা অপমান,
কোথাও বা জায়া, জীবিত-বল্লভে,
অনাদরে করে হেয়জ্ঞান।

'দিয়াছে যাহারা, বিনা প্রার্থনায়,
সহস্র স্বর্ণ মোরে ঋণ,
তব আবির্ভাবে, তাহারাই আজি,
ফিরায় বদন দেখি দীন।

'পাপীয়সি! তুমি দুঃশীলে দীনতে!
করহ আশ্রয় দেহ যার,
মৃত্যু বিনা আর, এ জগতী-তলে,
বল দেখি কিসে সুখ তা'র ?

'নিশীথ-সময়ে, ঘন অন্ধকারে,
দীপালোক যথা শোভাময়,
দুঃখের সময়ে, ধনাগমে তথা,
হৃদয়ে অতুল সুখোদয়।

'সুখভোগ-কালে, কিন্তু দরিদ্রতা
ঘটে যদি কা'রো কদাচন,
থাকে জীবন্মৃত, মরণেই সুখী,
করে সে রোদন আমরণ।

'বিভব-বিনাশে, নাহি দুঃখ গণি,
ভাগ্য-ক্রমে ধন হয়, যায়,
মিত্রতা যে যায়, হ'লে ধনহীন,
এ দাব-দাহন সহা দায়।

'করি'ছ দারিদ্র্য! ভাবিয়া সুহৃৎ,
আমার এ দেহে সুখে বাস,

কিন্তু হায়! হায়! যা'বে কা'র কাছে,
হইবে যখন দেহ-নাশ?'
এরূপে বিলাপ করি বহুতর,
স্মরিতে স্মরিতে বিভুনাম,
খিন্ন হৃদয়েতে, প্রত্যাগত দীন,
হইল যথায় নিজ ধাম।

সূর্য্যরশ্মি।

ঊষায় উদয়াচলে উদিত হইয়া,
সমুদায় দিবাভাগ গগনে ভ্রমিয়া,
প্রদোষে দিনেশ অস্ত পশ্চিম পর্ব্বতে;
সুদূর অম্বরপথে করি পর্য্যটন,
পরিতৃপ্ত নাহি হয় তাঁহার কিরণ,
যদি নাহি কা'রো হিত করে কোনমতে।

সাজায় প্রভাতে তাই সুনীল গগনে,
শ্বেত পীত লোহিতাদি বিবিধ বরণে,
যেখানে যেরূপ দিলে সুন্দর দেখায়,
শেখরের শ্যাম অঙ্গ, শ্যাম তরুবর,
শ্যাম তৃণ, শ্যামা লতা, শ্যামল সাগর,
অরুণ-সুরাগ দিয়া যতনে সাজায়।

নিশায় কুসুম ছিল বিষাদে মুদ্রিত,
উষায় তাহারে গিয়া করে প্রমুদিত
অবিলম্বে আপনার স্নিগ্ধ পরশনে ;
কুসুম সহসা হ'য়ে আনন্দে মগন,
চারি দিকে করে নিজ গন্ধ বিকীরণ,
সমীরণ বহি তাহা দেয় সর্ব্বজনে।

বিহগ-কুলায়ে পশি তাহারে জাগায়,
সুললিত গা'বে বলি, বসিয়া শাখায়,
পরম পিতার নাম পঞ্চমে ধরিয়া ;
প্রবেশি গবাক্ষপথে গৃহের ভিতরে,
নিদ্রিত মানবকুলে প্রবোধিত করে,
সুখী হ'তে প্রকৃতির সুষমা হেরিয়া।

শয্যায় সুষুপ্ত-শিশু-বদন-কমলে
বিকাশিয়া নানা খেলা করে কুতূহলে,
কভু হৃদে থাকি তা'র কখন নয়নে,
সুকোমল কর তুলি হাসিতে হাসিতে,
যখনি সে শিশু চায় তাহারে ধরিতে,
অমনি পলায় পদে, ত্বরিত গমনে।

সাগরে তরঙ্গ তা'রে আসিতে হেরিয়া,
পুলকিত চিতে চলে নাচিয়া নাচিয়া,
লইতে তাহারে যেন বিশাল উরসে,

বুঝি অন্তরের ভাব সেও সেই ক্ষণে,
প্রকাশি প্রীতির চিহ্ন স্বুবর্ণ বসনে,
স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে তা'র হৃদয় পরশে।

বারিদানে পৃথিবীকে শীতল করিতে,
বহুবিধ ফলশস্যে জীবে বাঁচাইতে,
মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড তেজ করিয়া ধারণ,
সৃজন করিতে মেঘ সুদূর অম্বরে,
গিয়া নদী সরোবর তড়াগ সাগরে,
বাষ্পাকারে জলরাশি করে উত্তোলন।

সন্ধ্যা-সমাগমে পুনঃ সৌম্যভাব ধরি,
নানা রাগে দিক্‌চয় সুরঞ্জিত করি,
হাসায়, প্রভাতে যথা, প্রকৃতিবদন,
জগতের জীবকুলে করি পুলকিত,
আপনি তাহাতে হ'য়ে হরষিত-চিত,
সূর্য্যের সহিত শেষে হয় অদর্শন।

নীরবে সে যায় বটে, কিন্তু কহি যায়,
'যত দিন রহ নর এই বসুধায়,
যতনে সে কাজ কর, যাহে জগজন,
বিষাদ-অন্তরে রহে তব অদর্শনে,
দর্শনে প্রসন্ন হয়, মুহু-বিলোকনে
অপার আনন্দনীরে ভাসে অনুক্ষণ।'

আরো উপদেশ দিয়া যায় সে কিরণ,
'সুবিমল সুখ-ভোগে যা'র আকিঞ্চন,
করুক সে প্রাণপণে পর-উপকার,
পরকে করিতে সুখী, আপনিই হয়
যে সুখ আপন মনে, অতুল অক্ষয়,
অন্য কিছুতেই নাহি লেশমাত্র তা'র।'

ওক্‌ফল ও উপলখণ্ড।

ভূলুণ্ঠিত কর্দ্দমাক্ত হেরি ওক্‌ফলে
পার্শ্বদেশে, কহিতে লাগিল ক্ষুদ্রোপল
গর্ব্বিত বচনে তা'রে অবহেলা করি,
'কে তুমি হে আগন্তক! আসিলে এখানে
মম পার্শ্বে? ছিলে ত হে উচ্চ বৃক্ষশাখে,
কোন্ অবসাদে তবে, বৃন্তচ্যুত হ'য়ে,
সহসা শুইলে আসি এ ধরা-শয়নে?
কেনই বা কর্দ্দমাক্ত করিলে শরীর?
সুধাই তোমারে তাই বল প্রকাশিয়া।
আমিও ত আছি ভূমিতলে; কত দিন,
কত মাস, বৎসর কাটিল; কত যুগে,
দেখিলাম বসি হেথা, পরিবর্ত্ত কত
হইল এ ধরিত্রীর কে পারে গণিতে?

শীত-বাত আতপের প্রখরতা যবে
প্রপীড়িত করে জীবে. ভূরুহ ভূধরে,
ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আগমনে, আমি থাকি,
দেখ. সমভাবে সর্ব্বকাল। মানব-সন্তান
আ'সে যায় হেরিলাম এ মহীমণ্ডলে
বার বার, জলাশয়ে জলবিম্ব যথা
জনমি মিলিয়া যায় জলের সহিত।
কত জীব কত বার দলিয়াছে মোরে
পদতলে, মিশিয়াছে তাহাদের পুনঃ
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে; আমি কিন্তু আছি
এই ভাবে চিরদিন অক্ষুণ্ণ-শরীরে।
কেমনে আমার সহ সাদৃশ্য তোমার
হইতে পারে হে তবে? ক্ষীণ তুমি অতি,
ক্ষণস্থায়ী। কি হেতু আসিলে মোর পাশে?
তব সহবাসে সদা মানহানি মম।'

এতেক শুনিয়া তবে মৃদু মধুস্বরে
কহে তা'রে ওক্‌ফল, 'কেমনে জানিব
সখে! কে আছে কোথায় হেথা? তুমি বা কে?
কিবা গুণ তোমার শরীরে? ছিনু আমি
সুখে অভ্রভেদী তরুশিরে? অবিদিত
নহে তাহা তব; কি করিব, বিধিলিপি
কে পারে লঙ্ঘিতে? ভাগ্যদোষে তাই আজি
ভূশয্যা আশ্রয় হ'ল কর্ম্মফলে মম।
ইচ্ছা নাহি মনে, এ মুখ দেখাই কা'রে

পুনর্ব্বার ; সেই হেতু কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে
পড়িয়া রহেছি হেথা তৃণদল মাঝে,
গুরু মনঃক্ষোভে। ভাগ্যচক্রে ঘুরে সবে
সদা। জানিনা যে আছে হেথা একজন
হেন, শীত-বাত-আতপেও রাখে যা'রে
সমভাবে চিরকাল, অক্ষুণ্ণ, অক্ষয়,
এই ক্ষয়শীল ভবে। মানহানি যদি
হয় হে তোমার হেরিলে নিকটে মোরে,
আর না হইবে সখে! দেখিতে অধমে
বহুক্ষণ ; রহি আমি মৃত্তিকা ভিতরে,
মৃত্তিকা সহিত ক্রমে হই বিমিশ্রিত।'
এত বলি মৃত্তিকায় রহে লুকাইয়া
ওক্‌ফল ; মানী যথা, হতমান হ'লে,
বিষাদে লুকায় গিয়া বিজন প্রদেশে।
একদিন অকস্মাৎ পাইল দেখিতে
দর্পী সে উপলখণ্ড, বিদারিয়া বলে
কঠিন ধরণীপৃষ্ঠ, কোমল অঙ্কুর
উদ্ভিন্ন হ'তেছে সেই ওক্‌ফল হ'তে।
কিছুদিনে সে অঙ্কুর, প্রকৃতি-নিয়মে
প্রসারি বিশাল বাহু, হ'ল পরিণত
প্রকাণ্ড বিটপি-রূপে, কানন-গৌরব।
নিরখি উপল এই অদ্ভুত ব্যাপার,
ইন্দ্রজাল প্রায়, লজ্জায় নিস্তব্ধ থাকে,
হতমান হতবুদ্ধি, ক্ষণকাল তরে।

কহে পরে, 'কেমনে জানিব, মূঢ় আমি,
এত গুণ গুপ্তভাবে রহেছে নিহিত
তুচ্ছ এক আবরণ মাঝে! থাকে যথা
ভস্মে আচ্ছাদিত তেজোময় হুতাশন
লোকলোচনের অগোচর। ক্রমে ক্রমে
চারি দিকে ঢাকিয়া শাখায় বনভূমি,
এই যে উঠি'ছে তরু অম্বর ভেদিয়া
ঊর্দ্ধদেশে, পরিবারে কণ্ঠভাগে সুখে
মেঘরূপ চারু কণ্ঠমালা, উদ্ভব ইহার
সেই ক্ষুদ্র বীজ হ'তে, অবহেলা যা'রে
করিয়াছি আমি এক দিন, শ্রেষ্ঠ মানি
আপনারে; যে তখন প্রবেশিল সুখে
মৃত্তিকায়, দেখাইতে বোধহীন মোরে,
কিছুতেই গুণ তা'র র'বে না গোপনে
কোন খানে। কত লোক আসিবে এখন
দেখিতে তরুর রূপ; প্রশংসিবে তা'রা,
দিয়া পদ মম শিরঃ'পরে, কতবার
ক্ষুদ্র বীজে, যাহা হ'তে কালে সুমহান্
বৃক্ষবর হইল উদ্ভূত। কালে পুনঃ
এই তরুকাষ্ঠে হইবেক কতরূপে
পৃথিবীর কত উপকার! সত্য বটে
রহিয়াছি আমি অক্ষুণ্ণ অক্ষয় হেথা
বহুকাল ব্যাপি; কোন্ উপকার কিন্তু
হ'তেছে সাধিত আমা হ'তে জগতের?

তবু বাহিরায় সগর্ব্ব বচন কত
মোর মুখ হ'তে! ধন্য ধন্য ওক্‌ফল,
ধন্য তা'র জনম জগতে; ধিক্ ধিক্
শত ধিক্ মোরে। নাহি বাহিরায় যেন
এ মুখ হইতে দম্ভের বচন আর
কোন কালে। হয় যদি এই দেহ দিয়া
কখন কাহারো হিত, তবেই জানিব
সফল জনম ভবে উপলখণ্ডের।'

বিদ্যা ও ধনের বিবাদ।

একদা বিভব-শালী ধনীর ভবনে,
বিদ্যা আসি দেখা দিল দৈবের ঘটনে।
প্রতিপক্ষে নিরখিয়া নিজ অধিকারে,
ক্রোধ সংবরিতে আর ধন নাহি পারে।
গহন কাননে যথা জ্বলে দাবানল,
কোপাগ্নি নয়নে তা'র জ্বলিল প্রবল।
অথবা মৃগেন্দ্র যথা করীন্দ্রে হেরিয়া
ভীম নাদে একেবারে উঠে গরজিয়া,
অবিরাম করি নিজ সৃক্কণী লেহন,
আস্ফালি লাঙ্গূল, লম্ফে করে আক্রমণ,

সেইরূপ অকস্মাৎ করিয়া গর্জ্জন
ডাকিয়া বিদ্যারে ক্রোধে কহিলেক ধন,
'কেন বিদ্যে! হেরি তব হেন অহঙ্কার?
গুরুজনে নাহি মান, একি ব্যবহার?
স্বভাবতঃ নীচ তুমি, নীচ-সহবাস,
আমার নিকটে এস, নাহি মনে ত্রাস?
কোন্ গুণে মোর সহ হইবে সমান?
কিরূপে আমার পাশে পা'বে তুমি স্থান?
নীচ-সহবাসে লোক নীচ-বৃত্তি পায়,
মাটীতে মিশিলে স্বর্ণ কিবা শোভা তা'য়?
সিংহ যদি থাকে সদা শৃগাল-সকাশে,
শৃগালত্ব প্রাপ্ত হয় তা'র সহবাসে!
তাই বলি বিদ্যে! কভু এস না হেথায়,
তব সহবাসে লোক দূষিবে আমায়।'
ধনের অযথা এই পরুষ ভর্ৎসনে,
কহিতে লাগিল বিদ্যা সস্মিত-বদনে,
'বৃথা মদভরে ধন! মত্ত কি কারণ?
বিস্মৃত হইলে কি হে আমি কোন্ জন?
ভাবি দেখ, মহামূল্য সদ্গুণ-ভূষণে
অলঙ্কৃত করে সদা কেবা নরগণে?
সৌন্দর্য্য-বিহীন, তবু কাহার কৃপায়
সমুজ্জ্বল হয় নর নৃপতি-সভায়?
কাহার প্রসাদে, বসি নিজ নিকেতনে,
সমর্থ সে ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব নিরূপণে?

এক মনে অনিবার কা'র আরাধন
করিয়া কবিত্বশক্তি করে সে অর্জ্জন ?
কালিদাস আদি যত কবির মুকুর,
কাহার প্রসাদে লভে প্রতিষ্ঠা প্রচুর ?
মানস-সরসে হ'লে কাহার উদয়,
অম্লান জ্ঞানের পদ্ম বিকশিত হয় ?
যশের সৌরভ কা'র সদাগতি সহ,
দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয় অহরহঃ।
কা'র কৃপাবলে মর্ত্ত্য মানব-নিকরে
মরিয়া জীবিত থাকে চিরদিন তরে ?
তুচ্ছ করি তোমা, লভি আশ্রয় কাহার,
ভুঞ্জে স্বর্গ-সুখ লোক আনন্দে অপার ?
সজ্জন-মণ্ডলী সদা সমাদরে যা'য়,
সেই বিদ্যা আমি, ধন ! ভুলিলে আমায় ?
কিসে আমি অপকৃষ্ট তোমার সকাশে ?
কোথায় দেখিলে মোরে নীচ-সহবাসে ?
জগতের পূজ্যতম পণ্ডিত-হৃদয়,
আমার কমলাসন, জানিহ নিশ্চয়।
রাজ-অধিরাজ যা'রে সতত আদরে,
পরম যতনে সেও মম সেবা করে !
অশক্ত তুমি হে ধন যাইতে যথায়,
অব্যাহত-গতি মোর সর্ব্বদা তথায়।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে কর অন্বেষণ,
গৌরব কাহার দেখ আমার মতন ?

বিদ্যাহীন ধনবান্ পায় যে সম্মান,
তাহার অধিক লভে নির্ধন বিদ্বান্।
সমকক্ষ হ'তে নাহি চাহি হে তোমার,
তোমার সকাশে মোর অপমান সার।
প্রহারিলে তীক্ষ্ণবিষ সর্পের মস্তকে,
সরোষে দংশন যথা করে সে ঘাতকে,
সেরূপ বিদ্যার কথা করিয়া শ্রবণ,
কোপ-ভরে ধন তা'রে করে আক্রমণ।
কঠোর বচনে পরে কহিল তাহায়,
'এত স্পর্দ্ধা বিদ্যে! তব সহা নাহি যায়।
মুক্ত-কণ্ঠে সাধারণে স্তুতি করে যা'রে,
সে নয় পূজিত দেখি তোমার বিচারে।
ক্রীতদাসী তুমি মোর, বিদিত ভুবনে,
এত শ্লাঘা দেখি তবে আজি কি কারণে?
নিন্দা কর তা'রি, বাস আশ্রয়ে যাহার!
কে আছে কৃতঘ্ন হেন সমান তোমার?
কি গুণ তোমার, দম্ভ যাহাতে এমন,
অঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করি বড় কোন্ জন?
যে দুর্গতি ভুঞ্জে লোক তোমারে লভিয়া,
একে একে বলি তবে শুন মন দিয়া।
আশ্রয় দুঃশীলে! তুমি করহ যাহায়,
জীর্ণ শীর্ণ তনু তা'র অচিরে চিন্তায়।
ঘুণ-কীট সহ বিদ্যে! তোমার তুলনা,
স্বর্গ-সুখ-কথা আর তুলনা তুলনা।

শৈশব হইতে যেবা ঐকান্তিক চিতে
সেবে তব পদযুগ, পারে সে শিখিতে
বাগ্‌জাল কত মত, ইন্দ্রজাল প্রায়,
রাজা প্রজা সকলেই বিমোহিত যা'য়।
সেই পুনরায়, দেখ, জঠর-জ্বালায়,
সুখময় মমাশ্রয়-লাভের আশায়,
কুল-শীল-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া,
ধনীদের দ্বারে দ্বারে বেড়ায় কাঁদিয়া।
এখনি কহিলে তুমি আমার সাক্ষাতে,
তোমার সেবক যত আছয়ে ধরাতে,
কুরূপ হ'লেও তা'রা সভা আলো করে,
অক্ষয় অতুল সুখ তা'দের অন্তরে।
কেমনে বাতুলে অয়ি! সম্ভবে সে সব?
কে কোথায় সুখী বল বিহনে বিভব?
চিন্তার তুলনা কর চিতার সহিত,
চিন্তার অধিক জ্বালা জানিবে নিশ্চিত।
সুরূপের রূপ-নাশ তোমার চিন্তায়,
নির্ম্মল মস্তিষ্ক যা'র ক্ষিপ্ত কর তা'য়।
তথাপি তাহার প্রতি নাহি তব প্রীতি,
কোথায় শিখিলে বিদ্যে! এ হেন সুনীতি?
চিরায়ু হ'লেও কাল-করাল-কবলে
অকালে প্রবেশে নর তোমার কৌশলে।
অনর্থক গর্ব্বে বল কিবা প্রয়োজন?
কাহা হ'তে সিদ্ধিলাভ জানে ত্রিভুবন।

তোমা হ'তে হয় নর আসন্ন-মরণ,
আমার কৃপায় তা'র সুদীর্ঘ জীবন।
যাহার ভবনে মোর অধিষ্ঠান হয়,
দেখহ তাহারি গৃহ সুখের নিলয়।
যেখানে না দেখ হ'তে মোর পদার্পণ,
জানিও দুঃখের সেই সুখ-নিকেতন।
মহানন্দে সেখানে সে করয়ে বিহার,
নিষ্কণ্টক চিরদিন রাজত্ব তাহার।
ধর্ম্ম-মোক্ষ প্রভৃতির আমিই কারণ,
হরিশ্চন্দ্র রাজা দেখ তা'র নিদর্শন।
আমার প্রভাবে লোক রাজোপাধি পায়,
সুবিমল যশোলাভ আমারি কৃপায়।
পর্য্যটন করি দেখ নিখিল সংসার,
কে হ'য়েছে নরপতি প্রসাদে তোমার?
শরদ্ঘন করে যথা বিফলে গর্জ্জন,
এ মত্ত-প্রলাপে তব নাহি প্রয়োজন।
সেতু, পোত, ব্যোমযান, দেখ বাষ্পরথ,
বার্ত্তাবহ লৌহতন্ত্র, সুরঙ্গের পথ,
রম্য, হর্ম্ম্য, পান্থশালা, ভেষজ-মন্দির,
মোর অনুগ্রহে সব, জেন ইহা স্থির।
বিপন্নের পরিত্রাণ, অনাথ-পালন,
অনায়াসে করে মোর আশ্রিত যে জন।
মূঢ়েরে পণ্ডিত করি, ভিক্ষুকে ভূপতি,
কুল-হীন নরে আমি করি কুল-পতি।

দুর্ব্বলে আমিই করি মহাবলবান্,
মতি-হীন জনে আমি করি মতিমান্।
অভাগী জননী প্রিয়পুত্রশোকাতুরা,
কনক-লতিকা পতি-বিয়োগ-বিধুরা,
মম সম্মোহনে মুগ্ধ হয় যে সময়,
সুদুঃসহ শোক তাপ আর নাহি রয়।
ক্ষুদ্রতম মোরে তুমি কর বিলোকন,
উপত্যকা-স্থায়ী দেখে কূটস্থে যেমন।
মোর বশীভূত সবে, আমি কা'রো নয়,
অখিল ধরায় মোর অসাধ্য কি রয়?
কি লাভ সমাজে বল হ'বে বাগ্‌জালে?
বচনে কি চিপীটক ভিজে কোন কালে?'

ধনের কর্ক্কশ ভাষ করিয়া শ্রবণ,
তরঙ্গিত সিন্ধু প্রায় আক্রোশে তখন
কহে বিদ্যা, 'মূর্খতম ওরে নীচাশয়!
স্পর্দ্ধা কর মোর কাছে লজ্জা নাহি হয়?
তব গুণগ্রাম যা'র নাহিক বিদিত,
তা'র কাছে এ গৌরব করা সমুচিত।
সহজেই পঙ্গু তুমি, তবে কি কারণ,
শৈল-কূট লঙ্ঘিবারে আগ্রহ এমন?
দেখ দেখি বিবেচনা করিয়া অন্তরে,
বায়ুভুক্-শির কোথা ভেকে স্পর্শ করে?
তোমার মোহেতে মুগ্ধ যা'রা নিরন্তর,
মোর অনুগ্রহ নাহি তা'দের উপর।

হিতাহিত পাপ-পুণ্য আমার বিহনে,
বল মূঢ়মতি! তা'রা জানিবে কেমনে?
পশু-বৃত্তি পালনেই নিয়ত তৎপর,
পশু হ'তে তাহাদের নাহিক অন্তর।
সত্যই অসাধ্য কিছু নাহিক তোমার,
সোদর জনকে বল কে করে সংহার?
তোমারি কারণে লোক দস্যুবৃত্তি করে,
অনন্ত যাতনা সহে কারাগারে পরে।
নির্দ্দোষ, নিরহঙ্কার, জিতাত্মা পণ্ডিত,
তোমারি কুহকে কার্য্য করে বিপরীত।
যে স্থানে নির্ব্বোধ! তুমি কর অবস্থান,
ক্রোধ, ভয়, অহঙ্কার সদা বিদ্যমান।
ভ্রাতৃভেদ, স্বজনের ক্লেশ নিরন্তর,
স্নেহশূন্য, স্বার্থপর, সেই স্থানে নর।
সেতু, পোত, ব্যোমযান তোমা হ'তে হয়,
বাতুল-ভাষিত ইহা জানিহ নিশ্চয়।
কত কাল কত লোক সংযত অন্তরে,
কায়-মনে দিবানিশি আরাধনা ক'রে,
আমারি প্রসাদ-বলে হয়ে বলীয়ান্,
ব্যোমযান শিল্পযন্ত্র করি'ছে নির্ম্মাণ।
যে দেশে নাহিক আমি, কোথা সেতু পোত?
বেগভরে বহে শুধু অনিষ্টের স্রোত।
আমিই জগতে হই মঙ্গল-নিদান,
আমি বিনা কোথা কা'র উন্নতি-বিধান!

আমার সহিত হ'লে মিলন তোমার,
হয় বটে জগতের মহা-উপকার।
মূঢ়েরে পণ্ডিত কর, কি শক্তি এমন,
মোর কৃপা-দৃষ্টিপাত না হ'লে কখন!
আমা ছাড়া তুমি শুধু অনর্থ-সাধন,
লবণ বিহনে কোথা সুস্বাদু ব্যঞ্জন!
গুণ-দোষ বিচারণে হইয়া অক্ষম,
বৃথা অহঙ্কার করে পুরুষ-অধম।
পণ্ডিত-মূর্খেতে ভেদ না পার বুঝিতে,
লজ্জা হয় তোমা সহ আলাপ করিতে।
যেখানে যাহারে পাও জিজ্ঞাস তাহায়,
উভয়ের মধ্যে কহে প্রধান কাহায়;
এখনি প্রকৃত তত্ত্ব পারিবে জানিতে,
বৃথা আত্ম-অভিমান না চাহি করিতে।'

শিক্ষকের স্থানান্তর-গমনে ছাত্রগণ।

নিরমল নিশানাথ শারদ গগনে,
জুড়ায় জগৎ যবে কর বিতরণে,
তৃষিত চকোর সুখে, পান করে উৰ্দ্ধমুখে,
উচ্চ-শির-তরু-শাখে বসি একমনে,
শীতল সে সুধারাশি অতুল ভুবনে।

কিন্তু যদি অকস্মাৎ বিধি-বিড়ম্বনে,
(কাহার শকতি আছে নিয়তি-লঙ্ঘনে ?)
কাল মেঘ দেখা দিয়া, সুধাকরে আচ্ছাদিয়া,
বিমল গগনে ঢাকি ঘন-আবরণে,
ঝম্ ঝম্ রবে বর্ষে ভীম গরজনে,

আর কি তাহার তৃষা হয় নিবারণ ?
আর কি তাহার থাকে প্রসন্নবদন ?
পয়োধর ঢালে জল, কি তা'র তাহাতে ফল ?
কে কোথায় কোন্ কালে করেছে শ্রবণ,
চাকোর পিপাসা নাশে বারিদ-জীবন ?

কাতরে মনের ক্ষোভে অস্থির অন্তরে,
আবার সে বিহঙ্গম যাচে সুধাকরে ;
আবার সে হিমকর, বিতরিয়া হিম কর,
দারুণ প্রাণের জ্বালা চকোরের হরে,
সুধাদানে তৃষা তা'র নিবারণ করে।

আমাদেরো, গুরুদেব ! হৃদয়-অম্বর
ছাইয়াছে কাল-মেঘ মহা ভয়ঙ্কর !
জ্ঞানের পিপাসা-নাশ না হ'তে (কি সর্ব্বনাশ !)
উপদেশ-সুধা পানে, ঘোর আড়ম্বর
সহসা আসিল করি কাল পয়োধর !

খেদে গুরো ! চকোর-প্রকৃতি শত জন,
অজস্র বিষাদ-অশ্রু করি'ছি বর্ষণ !

দৈবের বিপাকে হায়! ঘনঘটা নাহি যায়!
বরষে গভীর নাদে গরজি ভীষণ;
জলন্ত অশনি শিরে হইল পতন!

না গুরো! অশনি হ'লে প্রাণে মরিতাম!
বিষম পিপাসানলে নাহি দহিতাম!
হইত সকলি শেষ, দারুণ মনের ক্লেশ,
কিছুমাত্র এ সময়ে নাহি সহিতাম!
অশনি-দহনে দহি সবি ভুলিতাম!

শিষ্যের হৃদয়াকাশে পাইয়া বিকাশ,
অজ্ঞান-তিমির-রাশি কর গুরো! নাশ।
শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ নাই, সমভাবে সব ঠাঁই,
উপদেশ-চন্দ্রিকায় করিয়া প্রকাশ
হাসাও জগতে তুমি সুখের সুহাস।

কাল মেঘ বল গুরো! কি শকতি ধরে?
তোমার বিমল ভাস কিসে সে আবরে?
তা' নয়, অদৃষ্ট-রাহু বিস্তারি বিশাল বাহু,
আমাদের ভাগ্যদোষে চিরদিন তরে,
ধরিয়া করিল গ্রাস তোমা-সুধাকরে!

জ্ঞানের চন্দ্রিকা গুরো! লভিব কি আর!
দিগন্তে প্রকাশ এবে হ'তেছে তোমার।
অজ্ঞান-তিমির-রাশি জনমের মত আসি,
ঘেরিল অন্তর নাকি আমা সাবাকার!
এ হ'তে হ'ল না কেন হৃদয়-বিদার!

রত্ন-উপদেশ-কোষ খুলিয়া সবায়
দিয়াছ যতনে গুরো! সদাশয়তায়;
তরু, ফল বিতরণে, ঘন, ঘন বরষণে,
ক্ষুধিত তৃষিত জনে যেমন বাঁচায়,
জ্ঞানামৃতে বাঁচায়েছ সহস্র জনায়।

কেমনে শুধিব হায়! স্নেহের সে ধার!
হৃদয় তোমার গুরো! স্নেহ-পারাবার।
কত দোষ কত বার, ক্ষমিয়াছ সবাকার;
হিত-গর্ত্ত উপদেশে নীতি-ব্যবহার
দিয়াছ নিহিত করি হৃদয়ে সবার।

হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গের পতন
হইবে কালেতে গুরো! কে করে বারণ।
হীন-মতি শিশু সবে, কি আর অধিক ক'বে!
যে জ্ঞান দিয়াছ তুমি করি বিতরণ,
অনন্ত কালেও লুপ্ত হ'বে না কখন।

তা'ই আজি গুরুদেব! তোমার কারণ
জ্ঞানের পিপাসু শিশু কাঁদে অগণন;
কি আর করিবে হায়! হ'ল তা'রা অসহায়!
এই ভিক্ষা করে এবে ধরিয়া চরণ,
ক'রনা মুদ্রিত গুরো! স্নেহের নয়ন।

প্রভাত-বায়ু।

নিশা-শেষে শীতল পবন
নিরখিল, পূরব গগন
হরিত, লোহিত, পীতে,   সুরঞ্জিত চারি ভিতে ;
হাসি হাসি মুখে উষা সুচারুহাসিনী,
হাসা'তে জগতে পুনঃ আ'সে বিনোদিনী।

রজনীতে ধীর-সঞ্চালনে,
সে পবন পরম-যতনে,
রেখেছিল সুনিদ্রায়,   যেখানে দেখেছে যা'য় ;
ভেটিবে তপনে বলি উদয়-অচলে,
জাগা'তে জগতে এবে চলে কুতূহলে।

আগে গিয়া পল্লব-সকাশে,
কহে মৃদু মধুর সম্ভাষে,
'হ'ল নিশা-অবসান,   শশধর অস্ত যান ;
আসি'ছে অরুণ ত্বরা লইয়া তপন,
এখনো পল্লব ! কেন ঘুমে অচেতন ?

'মর্ম্মরিয়া পাতা আপনার,
সম্ভাষণ করহ তাহার ;
পরম প্রফুল্ল-মনে,   মিলিয়া আমার সনে,
ধীরে ধীরে, তালে তালে, হেলিয়া দুলিয়া,
তোষহ তাহারে ত্বরা নাচিয়া নাচিয়া।

কলকণ্ঠ বিহগ-নিকরে,
সে সমীর কহে তা'র পরে,
'কোথা হে গায়কচয় ! আর কি উচিত হয়,
এখনো গভীর নিদ্রা মুদিয়া নয়ন ?
দেখ চাহি, হইয়াছে ঊষা-আগমন।

'জগতের সবিতা তপন
এখনি যে দিবে দরশন ;
ধরিয়া পঞ্চম তান, কর সবে স্তুতি-গান
অমিয়-পূরিত স্বরে ভেদুক অম্বর,
প্রতিধ্বনি যা'ক্ তা'র, পিতার গোচর।'
ফুল্ল-মুখ কুসুম-নিচয়ে,

অনন্তর কহে সবিনয়ে,
'প্রভাতের সমীরণ এসেছি কুসুম-গণ !
যাইবেন ঊষা দেবী ভেটিতে তপনে,
ত্বরায় সাজাও তাঁ'রে সুচারু ভূষণে।

'আসে ওই লোহিত তপন,
সাজ সবে বাসনা যেমন ;
শ্বেত, পীত, নীলিমায়, সাজা'য়ে কোমল কায়,
নীহার-মুকুতামালা পর অনুরাগে
শোভিবে সুন্দর আরো অরুণ-সুরাগে।

'হাসিবেক প্রকৃতি-বদন,
হেরি তুষ্ট হইবে তপন ;

মোহিবে নয়ন মন, যতেক ভাবুক জন
ভাবের সরসে সুখে কাটিবে সাঁতার,
অপার মহিমা গা'বে পরম-পিতার।'

পরে গিয়া তটিনীর তীরে,
সম্ভাষিয়া কহে তা'রে ধীরে,
'কেন লো মধুর-স্বনে! আছ এবে অন্যমনে?
কেন লো স্তিমিত-ভাব করি বিলোকন?
নিদ্রায় এখনো ধনি! আছ কি মগন?

'দেখ চাহি, প্রভাত-গগন
নব-রাগে রঞ্জিত কেমন!
শাখে বসি পাখিগণ, হ'য়ে হরষিত-মন,
ধরিয়াছে সমস্বরে সুললিত গান,
কল-স্বনে তুমি তা'য় মিলাও সুতান।'

তা'র পর মানব-নিবাসে,
গিয়া কহে সুমধুর-ভাষে,
'রজনী নাহিক আর, ত্যজ শয্যা আপনার,
এই বেলা মতিমান্ মনুজ-তনয়!
এসেছে নিরখ সুখ-প্রভাত-সময়।

'পশু পক্ষী যত জীবচয়,
কেহ আর শয়ান না রয়,
প্রকৃতি-নিয়মে এবে, দেখ জাগরিত সবে,
হাসি'ছে নাচি'ছে সুখে দিগঙ্গনাগণ!
নিদ্রাবেশ-বশে তুমি র'বে কতক্ষণ?

নিদ্রা এবে কর পরিহার,
স্মর নাম বিশ্ব-বিধাতার ;
নব বলে বলীয়ান্. হইয়াছ মতিমান্!
আপনার কার্য্যে মন দাও হে ত্বরায়,
অমূল্য প্রভাত যেন বিফলে না যায়।'

ক্রমে গিয়া সে সুখ-পবন,
প্রেত-ভূমে দিল দরশন ;
নিরখে সেথানে, হায়! সারি সারি-শোভা পায়
কতই কবর, তাহা কে করে গণন ?
শ্মশান-সমীর শোকে করে শন্ শন্।

মাঝে মাঝে পাদপ-নিচয়
গুরু শোকে অধোমুখে রয় ;
ছাড়িয়া সকল আশ, ফেলি'ছে বিষাদ-শ্বাস ;
বরষে কুসুম-ছলে সদা অশ্রুধার,
শাখায় বসিয়া পাখী করয়ে চীৎকার।

হেরি সব প্রভাত পবন,
কহে দুঃখে করিয়া রোদন,
'এই যে মনুজগণ ঘুমে আছে অচেতন,
স্পন্দ-হীন হ'য়ে হায়! কবর-শয়নে,
না দেখে এদের দশা মোহ-মুগ্ধ-জনে!

'ইহারাই ছিল এক দিন,
রত্নাসনে সুখে সমাসীন ;

ধনমদে কোন জন, মত্ত থাকি অনুক্ষণ,
আত্ম-গরিমার বসে আপনা পাসরি,
দিয়াছে বেদনা অন্যে হেয়-জ্ঞান করি।

'কোন জন গিয়া রণস্থলে,
বৈরি-দল জিনি বাহুবলে,
লভিয়া বীরের নাম, ত্যজিয়াছে ধরাধাম ;
সকলে প্রোথিত এবে কবর ভিতরে,
কৃমি-কীট শবদেহে সতত সঞ্চরে।

'দারিদ্র্য-জ্বালায় অন্য জন,
জ্বলিয়াছে যাবৎ জীবন ;
আর না ধনের আশে, যায় সে ধনীর পাশে ;
চিন্তানল এবে তা'র দহেনা হৃদয়,
শান্তি-সরোবরে ভাসে সুখে এ সময়।

'সমরের শ্রমেতে কাতর,
বীরবর অস্থির-অন্তর,
ছাড়ি অসি খরশাণ, শ্মশানে ল'য়েছে স্থান ;
রণভেরী শুনি আর নাচেনা এখন,
লভিতে বিরাম আছে নিদ্রায় মগন।

'বিষময় বিষয়-বাসনা.
হেথা আর দেয় না যাতনা !
যে চিন্তায় চিরদিন, বিষয়ীর তনু ক্ষীণ,
ত্যজিয়া তাহারে এবে আসি সে হেথায়,
শান্তি-সুখ ভোগ করে গভীর নিদ্রায়।

'যাও নিদ্রা কবর-ভবনে,
শ্রান্তিহর সুখের শয়নে,
শ্মশান-নিবাসি সবে! জাগিতে নাহিক হ'বে;
হয় নাই তোমাদের নিশা-অবসান,
এখনো প্রভাত-বায়ু নহে বহমান।'

চন্দ্র।

সুবিমল সুধাকর! সুনীল গগনে
বিকাশি হাসাও কিবা নিখিল ভুবন!
সভয়-তিমির কিন্তু সুদূর কাননে,
পলায় তোমারে হেরি লইয়া জীবন।
তাই কি সেখানে গিয়া ঘুচে তা'র ভয়?
গিরির গহ্বর শেষে করে সে আশ্রয়।

অবিরল বরষণ কর স্নিগ্ধ কর,
উষ্ণতা নাহিক কিছু তোমার কিরণে,
কি হেতু নিরখি তোমা তবে শশধর!
বেগে ধায় অন্ধকার নিবিড় কাননে?
পরশি কিরণ যা'র জগৎ জুড়ায়,
তাহারে হেরিয়া কেন তিমির পলায়?

এতক্ষণে বুঝিলাম কারণ ইহার,
তস্করেরি কাঁপে প্রাণ রাজ-সন্দর্শনে;

সাধুর কোথাও নাহি ভয়ের সঞ্চার,
ভেটে সে ভূপতিগণে সহাস্য-বদনে।
বড়ই অসৎ নাকি দুষ্ট অন্ধকার,
তাহাই তোমারে দেখি আতঙ্ক তাহার।

কিন্তু হে মৃগাঙ্ক! তোমা সুধাই বিনয়ে
আর এক কথা, মোরে কহ বিবরিয়া ;
তুমিই ত তরঙ্গিত নদীর হৃদয়ে,
মুকুরে দেখহ মুখ নাচিয়া নাচিয়া।
তোমার সে হাসি হেরি হাসে চরাচর,
পুলকে প্রফুল্ল হয় প্রকৃতি-অন্তর।

কখন বা কুমুদিনী সখীরে হেরিয়া,
উল্লাসে উৎফুল্ল-মুখী নাথ-দরশনে,
পবনের হাত ধরি বেড়াও নাচিয়া,
ললিত লহরী নাচে সে নাচের সনে ;
তোমাদের রঙ্গ দেখি ভূরুহ, ভূধর,
রহিতে না পারি নাচে জলের ভিতর।

তোমার কিরণে কত কুসুম বিকাশে,
সুবাস তা'দের সেবে সুখে সমীরণ,
প্রকৃতি সুন্দরী, শশি! তোমার প্রকাশে,
তোমারে করিলে স্পর্শ জুড়ায় জীবন।
হেন আচরণ কিন্তু কিংহেতু তোমার ?
সমভাব নাহি কেন নিকটে সবার ?

যে সুধাংশু হেরি সদা হাসে কুমুদিনী.
কহ হে সুধাংশু ! তব এ কোন্ বিচার ?
তাহাই পরশি অঙ্গে মরে কমলিনী.
সুধা কর হলাহল, একি চমৎকার !
কিসে কুমুদিনী বশ করিল তোমায় ?
কি দোষে নলিনী হ'ল দোষী তব পায় ?

ক'রে থাক বিতরণ তুমি হিম কর,
হিমকর সেই হেতু কহে হে তোমায় ;
কিসের কারণে তবে সে শীতল কর,
তাপিত হৃদয়ে লাগি দ্বিগুণ জ্বালায় ?
সুধাই তোমারে তা'ই ওহে সুধাধার।
সন্তাপ না যায় কেন সুধায় তোমার ?

ওই যে জননী কাঁদে সুতের নিধনে,
'হা পুত্র !' বলিয়া বক্ষে করে করাঘাত,
ওই যে সহস্র ধারে যুগল-নয়নে,
পতির বিয়োগে সতী করে অশ্রুপাত,
শোক-হুতাশনে প্রাণ হইতেছে ক্ষার,
যে দিকে চাহিয়া দেখে, সকলি আঁধার।

ওই যে সোদর-শোকে লুটা'য়ে ধূলায়,
আর্ত্তনাদে সহোদরা করে হাহাকার,
ওই যে,সম্মুখে রাখি প্রিয়া-শব-কায়,
নীরবে প্রাণের পতি ফেলে অশ্রুধার,

সুধানিধি! ঢাল যদি সুধা অবিরল,
না নিবে এদের কেন শোক-দাবানল ?

শম-গুণাধার হ'য়ে সম ব্যবহার
না করহে সুধারশ্মি! কিসের কারণ ?
কা'রো প্রতি ঢাল হেরি সুধার সু-ধার,
অনলের শিখা কর কোথাও বর্ষণ।
এত অবিচার চন্দ্র! সাজে কি তোমায় ?
এত পক্ষপাতী হ'তে শিখিলে কোথায় ?

কখন নেহারি তব হ্রস্ব কলেবর,
কলাবৃদ্ধি আর বার নিরখি নয়নে ;
কভু নাহি হও কা'রো দৃষ্টির গোচর,
পূর্ণরূপে কভু দেখি উদিত গগনে।
জান কি রজনীনাথ! কেন এ প্রকার ?
পক্ষপাত-দোষে শুধু এ দশা তোমার।

যখন তোমার হেথা হয় অদর্শন,
তিমির-বসনে যবে নিশীথিনী আ'সে,
না দেখে কুমুদবন্ধু! কাহার নয়ন,
কতই তারকা আসি বিকাশে আকাশে।
তুমি কিন্তু নভোদেশে যবে বিরাজিত,
হয় কি তখন তত নক্ষত্র উদিত ?

বুঝ কি চকোর-প্রিয়! কিসের লাগিয়া
সকল তারকা তব নিকটে না যায় ?

বিসদৃশ ব্যবহার তোমার হেরিয়া,
উদার-চরিত তা'রা দূরেতে লুকায়।
যা'দের স্বভাব বিধু! তোমার সমান,
তাহারাই তোমা সহ হয় শোভমান।

নিরমল দেহে তব ওহে নিশাকর!
পশিল কালিমা কেন, জান কি কারণ?
'গহন কানন আছে ভূধর কন্দর',
ভ্রম-বশে ব'লে থাকে তত্ত্ববিদ্‌গণ।
আমি বলি, 'পক্ষপাতে সকল বিষয়ে,
শশাঙ্ক! কলঙ্কলেখা তোমার হৃদয়ে।'

এই পক্ষপাতে তোমা উপদেশ দিতে,
আবরে জলদ তব প্রফুল্ল বদন,
এই পক্ষপাত আর না পারি সহিতে,
আক্রোশেতে রাহু আসি করে আক্রমণ।
তবু নাহি কর শশি! দোষ-সংশোধন,
বুঝিনু প্রকৃতি কা'রো না যায় কখন।

চোখ্ গেল পাখী ।

আহা, কি পাখিটী ওই তরুর শাখায়,
দুঃখে যেন অস্থির-অন্তর,
'চোখ্ গেল' বলি ডাকে, কি জানি জানায় কা'কে,
প্রাণের বেদনা গুরুতর !
কি উহার হইয়াছে বুঝা নাহি যায় ।

আর্ত্তস্বরে ভেদ করি সুদূর অম্বর,
নীরব থাকয়ে কিছুক্ষণ ;
দুঃখের ক্রন্দনে হেন, কণ্ঠরোধ হ'ল যেন,
কিন্তু সেই করুণ-রোদন
আবার করিতে থাকে হইয়া কাতর ।

কেন হে বিহঙ্গ ! কহ ওইরূপ করি
কাঁদ তুমি হইয়া অধীর ?
প্রকাশ করিয়া বল, কি তব চক্ষুতে হ'ল ?
কি লাগিয়া এতই অস্থির ?
তোমার ক্রন্দনে হিয়া যায় যে বিদরি !

সংসারের বিসদৃশ হেরি ব্যবহার,
ব্যথিত কি হইল হৃদয় ?
কত দিকে কত নরে, ভ্রমেতে কত কি করে,
শূন্য হ'তে দেখি সমুদয়,
শূল কি আঁখিতে পাখি ! বিঁধিল তোমার ?

বিচরি বিমান-পথে ভূধর-শিখরে
গিয়া তুমি দেখহে তথায়,
প্রীতি-উৎস কত শত, উঠিতেছে অবিরত;
মলিনতা নাহিক তাহায়,
সে উৎস পরশে মন দেবভাব ধরে।

কত তরু, কত লতা, নিকুঞ্জ নিকরে,
সুষমা-নিলয় কত ফুলে,
আপনার দেহ'পরে আশ্রয় দিবার তরে,
কত পশু, কত পক্ষিকুলে,
দূর-প্রসারিত গিরি কলেবর করে।

পৃথিবীর প্রতি তা'র প্রীতির কারণ,
প্রীতিময় পর্ব্বত বিশাল,
তুষারেতে শত শির আবরিয়া আছে স্থির;
শীত গ্রীষ্ম নাহি কালাকাল,
অবিরাম জল তাহে হ'তেছে ক্ষরণ।

কটিতে মেঘের কাঞ্চী ধরে সানুমান্,
মেঘমালা উরসেও পরে,
তা' হ'তে অমৃত ধার, বিগলি সহস্র ধার,
দেহাশ্রিত পাদপ-নিকরে
অসীম সৌন্দর্য্যে রাখে চির-শোভমান্।

নীহার-নিঃসৃত জলে, নীরদ-ধারায়,
সিক্তকায় সতত শেখর,

টুপ্ টাপ্ ফোঁটা ঝরে, কোথাও বা ঝর্ ঝরে;
শ্যাম অঙ্গে শোভি' চারুতর,
রজতের ধারা প্রায় নির্ঝরিণী ধায়।
সতত মঙ্গলময়ী সে কলনাদিনী,
সকলের মঙ্গল কারণ,
ক্রমে নামি সমতলে, তরি ল'য়ে উরস্তলে;
দুই পার্শ্বে দেশ অগণন
হাসাইয়া, মনঃসুখে চলে সুহাসিনী।

অরণ্যের অভ্যন্তরে করিয়া প্রবেশ,
দেখ পাখি! হরষ-অন্তরে,
জীবকুল-হিতে রত, মহীরুহ শত শত,
অগণিত সুফল বিতরে;
তথাপি নাহিক কা'রো অহঙ্কার-লেশ।

তোমার স্বজাতি যত দ্বিজাতির দল,
তরুশিরে বাঁধিয়া কুলায়,
সুখেতে বসতি করে, বনফলে ক্ষুধা হরে,
মধুমাখা মিষ্ট স্বরে গায়
তাঁ'রি গুণগান, যিনি পরম মঙ্গল।

মহার্ণবে মুক্তপক্ষে করিয়া প্রয়াণ,
বিহগ হে! কর বিলোকন,
বিশাল তাহার বক্ষঃ আলোড়িয়া লক্ষ লক্ষ
বেগে ছুটে তরঙ্গ ভীষণ,
হিংস্র জন্তু কত পুনঃ তাহে ভাসমান।

ভয়াল সে উর্ম্মিমালা ছিন্ন ভিন্ন করি,
বুদ্ধিবলে মানব-তনয়,
হিংস্র জীবে পদে দলি, জলযানে যায় চলি ;
মনে কিন্তু সদা তা'র ভয়,
'অগাধ জলধিতলে প্রাণে বুঝি মরি।'

প্রবল পবনবেগে যান যবে টলে,
ভাবে, 'আজি ফুরাইল সব ;
বিষয়-বিভব তরে, বৃথা বিসম্বাদ করে,
বৃথা ঘুরে অবোধ মানব,
পলকে প্রলয়, কেন না বুঝিয়া চলে !'

কিন্তু দৈববলে যদি না যায় জীবন,
আসিয়া সে দেশে আপনার,
সকলি ভুলিয়া যায় ; 'বিনশ্বর এ ধরায়,
কিছুই যে স্থায়ী নহে কা'র,
পলকে প্রলয়,' আর না হয় স্মরণ।

'এ সংসার চিরদিন তাহারি রহিবে',
মনে বুঝি ভাবে সে তখন,
বিভবের অহঙ্কারে লক্ষ্য নাহি করে কা'রে,
করে নিত্য উপায়-চিন্তন,
শঠতায় কবে কা'র সর্ব্বস্ব হরিবে।

অচল-দৃষ্টান্ত চক্ষে করি দরশন,
জ্ঞান বুদ্ধি থাকিতেও তা'র,

আশ্রয় না দেয় কা'রে কভু নিজ অধিকারে ;
পরদুঃখে দেহ আপনার
সমর্পণ করিবারে না চাহে কখন।

বিভবে বৃক্ষের মত নহে নতশির,
ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নাহি হরে,
ধন-নীরে পিপাসিতে, নদী সম বাঁচাইতে,
আগ্রহও প্রকাশ না করে,
ছুটিতে পরের হিতে না হয় অস্থির।

আহার পাইলে পরে পতত্রী সকল
অন্য চিন্তা নাহি করে আর ;
যিনি বিশ্ব-রচয়িতা, যিনি সকলের পিতা,
দেন যিনি ক্ষুধায় আহার,
তাঁহার মহিমা গায়, আনন্দে বিহ্বল।

মনুষ্য সমাজে পাখি ! হেন ব্যবহার
দেখ তুমি বড়ই বিরল ;
যে কোন কৌশল-বলে, স্বার্থলাভ তা'র হ'লে,
করে শুধু বৃথা কোলাহল,
ভ্রমবশে ভুলে নাম অভীষ্টদাতার।

মুখখানি মনুষ্যের দেখ মধুময়,
হৃদে তা'র তীব্র হলাহল,
সতত কপটাচারে ভুলায় সে সবাকারে,
আপনারে দেখা'য়ে সরল,
নাশিতে অন্যের প্রাণ কুণ্ঠিত সে নয়।

অনশ্বর পথে নিত্য করিয়া ভ্রমণ,
বিহগ হে! হের এই সব,
তাই কি এ ব্যবহার. দেখিতে না পারি আর,
ধরিয়াছ 'চোখ্ গেল' রব?
ডাক তবে ওই রবে না করি বারণ।

যখন যেখানে যাও, সকরুণ স্বরে
ওই রবে করহ রোদন,
নগরে, গহনে, জলে, যদি কেহ কোন স্থলে,
বুঝে তব প্রাণের বেদন,
সব কথা জানা'বে সে মোহমুগ্ধ নরে।

বিচ্ছিন্ন শুভ্র মেঘ।

সতত সঙ্গতি-প্রিয় ওহে পয়োধর!
কি হেতু এরূপ আজি করি নিরীক্ষণ?
বিষাদ-কালিমা অঙ্গে নাহি দেখা যায়,
প্রসন্নতা জানাইছে শুভ্র কলেবর;
বিচ্ছিন্ন এমন তবে কিসের কারণ?
সহচরগণ তব কে গেল কোথায়?

কখন নিরখি তোমা সুনীল-বরণ
অন্য জলদের সহ আছ সম্মিলিত,

নিকটে লোহিত, পীত, কত শোভা পায়
রেখাকারে মেঘমালা অপূর্ব্ব-দর্শন!
হেরিলে সে ছবিখানি সুচারু রঞ্জিত,
কা'র না নয়ন মন ভাবে ভুলে যায়?

কভু ঘোর কৃষ্ণ-কায় করিয়া ধারণ
অসীম আকাশ তুমি থাক আবরিয়া;
চপলা তড়িৎ-বালা আসি কোথা হ'তে
খেলায় তোমার কোলে ধাঁধিয়া নয়ন।
মাঝে মাঝে ভীম রবে উঠ গরজিয়া,
উগার অনল, যেন নাশিতে জগতে।

কখন বা এই কালে করি বিলোকন,
মিহির-কিরণ ধরি বিশাল উরসে
সাজাও আপন তনু বিচিত্র ভূষায়,
নিরখি নিমেষ-শূন্য চপল নয়ন!
রামধনু কহে ইহা কেহ ভ্রমবশে,
অজ্ঞান বিজ্ঞানবিৎ ভিন্নার্থ ঘটায়।

রামধনু, ইন্দ্রধনু, যাহা মনে লয়
বলুক ইহারে লোকে ক্ষতি কিছু নাই;
এ চিত্রের আছে অন্য নিগূঢ় কারণ,
ভাবিলেই স্থিরমনে অনুমান হয়।
যখনি এ ছবিখানি দেখিবারে পাই,
চতুর সে চিত্রকরে করি বিলোকন।

যখন জলদ-জাল আবরে আকাশ,
আতঙ্কে বিষাদ-ভাব ধরয়ে ধরণী,
অপার করুণাময় ভব-চিত্রকর
এ চিত্রে করেন এত সৌন্দর্য্য-প্রকাশ ;
চিত্র হেরি চিত্রকরে স্মরিবে তখনি,
অমনি বিপদ্-মুক্ত হইবেক নর।

জগৎ-জীবন রক্ষা করয়ে জীবন,
তাহা হ'তে জানি মেঘ ! জনম তোমার,
পাইয়াছ তাই এত কোমল হৃদয়,
জগতের হিতে রত তোমার জীবন।
নব নীর হর্ষে কভু বর্ষ অনিবার,
ফল-শস্যে হাস্যমুখী ধরা যাহে হয়।

কখন নিরখি তোমা প্রদোষে, ঊষায়,
ভানুর কিরণে ধর বিবিধ আকার ;
মহিষ. মাতঙ্গ, মেষ, তুরঙ্গ প্রধান,
বিচিত্র কুরঙ্গ, ব্যাঘ্র, সিংহ মহাকায়,
বিশাল বিটপী, মরু, ভূধর, কান্তার,
সরসী, সাগর, সৌধ, নদী, জলযান।

দ্রুতগতি কখন বা নেহারি তোমায়
ধাইতে বিমান-পথে আপনার মনে ;
প্রাচী বা প্রতীচী দিকে, দক্ষিণে, উত্তরে,
কোন্ প্রয়োজনে কিছু বুঝা নাহি যায়।

প্রবাসী স্বজন-বন্ধু-বিরহ-বেদনে
দৌত্যকার্য্যে বারিধর! তোমারে কি বরে?

অথবা সর্ব্বত্র তুমি কর অন্বেষণ,
অনাবৃষ্টি হেতু জীব কোথা পায় ক্লেশ;
দেখিলে এমন স্থান, অমৃত-ধারায়
নিমেষে করিবে রক্ষা সবার জীবন।
স্বকার্য্য-সাধনে নরে দিতে উপদেশ,
ভ্রম কি হে এইরূপে অনন্ত সীমায়?

যখন যেখানে তুমি যাও জলধর!
পরিবৃত থাক ত হে সতত স্বগণে;
বিক্ষিপ্ত এরূপ তবে কি হেতু এখন?
হেন খণ্ড-বিখণ্ডিত কেন কলেবর?
বিজনে বারিদ! বসি ভাবি মনে মনে,
ক'রেছি ইহার এই তত্ত্ব নিরূপণ,

শুক্লবর্ণে সরলতা জানায় জানিয়া,
যতনে করেছ অন্য বর্ণ পরিহার;
দেখাইতে আপনার অন্তর সরল,
দিয়াছ জগৎ-জনে হৃদয় খুলিয়া।
বিস্তারিয়া বারিবাহ শরীর আবার
সৌরকর সহি, শ্রান্তে করি'ছ শীতল!

শিখাই'ছ এইরূপে মানব-তনয়ে
তোমার সমান শুভ্র করিতে হৃদয়,

জুড়াই'তে যথাশক্তি পরের বেদন
সকলের প্রতি সদা সমদৃষ্টি হ'য়ে।
পেয়েছ পয়োদ! সত্য দেহ বাষ্পময়,
উপদেশ কিন্তু তব অমূল্য রতন।

শুক-পক্ষী।

মানস-মোহন সাজে, আহা কি প্রকৃতি সাজে
বসন্তে ধরণীতলে! যে দিকেতে চাই,
ভাবে কিবা ঢল ঢল, নব কিসলয়-দল,
কুসুম সহিত শোভে, তুলা তা'র নাই!

বহে দেখি অহরহঃ, মৃদু মন্দ গন্ধবহ,
স্নান করি সুশীতল জলধির জলে,
অন্তরে যতই আশ, সুরভি-প্রসূন-বাস
হরিয়া ছড়ায় সুখে দিগন্ত সকলে।

কোথাও বিটপোপরি হরষে সুরাগ ধরি,
তুষিয়া শ্রবণ পাখী সুললিত গায়,
শোভিয়া শেখর-কায়, রজতের ধারা প্রায়
ঝর্ ঝর্ ঝরি কোথা নির্ঝরিণী যায়।

গগন-বিতান-তলে তারকা-হীরক জ্বলে,
দ্যুমণি-চন্দ্রমা চারু হাসায় জগতে,

উষায় প্রদোষ-কালে লইয়া জলদ-জালে
রাঙ্গা রবি কত খেলা খেলে কত মতে।

কুসুম-কলিকা-চয় কিবা বিকসিত হয়!
নিরখিলে এই মাত্র জ্ঞান হয় মনে,
আকাশে অতুল শোভা, ভাবুকের মনোলোভা,
হেরিয়া হিংসায় তা'রা না বাঁচে জীবনে ;

সবে মিলি সে কারণে, পর্ব্বতে, উদ্যানে, বনে,
হরিত বসনোপরে পাইয়া প্রকাশ,
আপনার গরিমায়, থাকি যেন এ ধরায়
তারকা-ভূষিত নভে করে উপহাস।

ওই দেখি পুনরায় সুধীর সমীরে কায়
সমভাবে কাঁপাইয়া পুলকিত-চিতে
শীর্ষদেশ সঞ্চালনে কহে যেন তারাগণে,
'এমন সুন্দর নৃত্য পার কি করিতে ?'

শৈলেশ-শিখরোপরে, ভাসিয়া ভাবের সরে,
প্রকৃতির চারু ছবি এরূপে যখন
হেরিতেছিলাম সুখে, হৃদয় বিদরি দুখে,
শুনিনু, কাতরে শুক করি'ছে রোদন।

স্বভাবেতে এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে যে নয়ন
সংসক্ত আছিল সুখে, সহসা তাহায়
শুকের করুণ-নাদ ঘটাইয়া পরমাদ,
টানিয়া আনিল যেন শাখীর শাখায়।

কতই কি অনুমানি, তাহার সে শোকবাণী
শুনিতে আগ্রহ চিতে হইল প্রবল,
রহিনু অনন্যমনে অপেক্ষিয়া, কতক্ষণে
কাঁদিয়া নিবারে পাখী মোর কৌতূহল।

অচিরে বিহগবর তুলিয়া বিষাদ-স্বর,
বিলাপি মনের দুঃখ প্রকাশিয়া কয়,
'হায়! এ সুখের দিন থাকে যদি চিরদিন
অপার-আনন্দ-নীরে ভাসে জীব-চয়!

'বসন্তের সমীরণ করে যদি সঞ্চরণ
এই ভাবে চিরকাল ভুবন ভিতরে,
নিদাঘ-তপন-করে তৃষায় কাতর-স্বরে
সাধিতে নাহিক আর হয় জলধরে!

'জগৎ-জীবন আর ধরিয়া ঝটিকাকার,
ক্ষণকালে কভু নাহি প্রলয় ঘটায়.
বিশাল-বিটপি-কায় আর না ভাঙ্গিতে পায়,
জলে স্থলে প্রাণিপুঞ্জ মারা নাহি যায়!

'গগনেতে পয়োধর, না পারি সহিতে কর,
বরষার ধারা ছলে না করে রোদন,
পশু-পক্ষী জীবকুল তাহে পুনঃ সমাকুল
কর্দ্দমের দায়ে দুঃখ না পায় কখন!

'সঘনে বারিদগণ. ভীমনাদে গরজন,
করিয়া আতঙ্কে প্রাণ আর না কাঁপায়,

প্রগল্‌ভা তড়িৎ-বালা, লইয়া সে মেঘমালা,
না ঝলসে আঁখি আর কপট ক্রীড়ায় !

'কড় কড় স্বনে হায় ! আর না অশনি ধায়,
আর না তরুর শির করে বিদারণ,
ভীষণ নিনাদ করি প্রাসাদ-শিখরোপরি
আর না ঘটায় পড়ি অকাল-মরণ !

'শরতের ঘন আর' নিরর্থক বার বার,
গরজি পক্ষীর প্রাণ না করে আকুল,
হেমন্তে হিম-শীকরে বিহঙ্গমে না শিহরে,
না রোধে ফুটিতে আর কুসুম-মুকুল।

'সুতীক্ষ্ণ শীতের শরে আর কভু নাহি করে
জর্জ্জরিত, স্পন্দ-হীন শরীর কাহার,
লতা গুল্ম বৃক্ষচয় পত্রহীন নাহি রয়
পল্লব-মুকুলে কায় শোভে সবাকার।

'দুঃখের যাতনা ভুলি' বিহঙ্গ পতঙ্গ গুলি
স্বেচ্ছায় সকল স্থানে অবিরাম ধায়,
প্রকৃতির স্মিতানন করি সবে বিলোকন,
পরমেশ-প্রেম-গান পুলকেতে গায় !

'কিন্তু বিধি নিরদয়, এ তাঁ'র বিধান নয়,
সুখের বসন্ত থাকে চিরকাল তরে,
কে জানে কেমন ক'রে, আবার দুদিন পরে,
দেখিতে দেখিতে ভাসি দুঃখের সাগরে !'

শুকের বচন হেন শুনিয়া সুধা'নু, 'কেন
বল হে বিহঙ্গ ! বৃথা নিন্দ বিধাতায় ?
তাঁহার দয়ার সবে বাঁচিয়া রহেছি ভবে ;
প্রকৃতি সুন্দরী এত তাঁহারি কৃপায় !

'নিদাঘ, শিশির, শীত. বরষায় কি অহিত ?
সমুদয় আমাদের মঙ্গল-কারণ.
ইহাদের সৃষ্টি ভবে যদি না হইত, তবে
কি রূপে রহিত বল জীবের জীবন ?

'যখন যা' প্রয়োজন, দিয়াছেন সেই জন,
দয়ার আধার তাই লোকে তাঁরে কয়,
যে বিষে জীবন নাশে. তাহাই রোগীর পাশে
মহৌষধ রূপে কালে পরিণত হয়।

'তোমার দুঃখের দিন নাহি রহে চিরদিন ;
নিদাঘ বরষা, শীত নহে বার মাস ;
এক আসে আর যায়, অন্য ঋতু বেগে ধায়,
প্রত্যাগত পুনরায় সুখ-মধুমাস।

'আবার বসন্তোদয় হইবেক সুনিশ্চয়,
নবীন পল্লবে তরু সাজিবে আবার,
হরিত বসন পরি, কুসুম-ভূষণ ধরি,
হাসিবে প্রকৃতি সতী জেন পুনর্ব্বার।

'মলয়ের সমীরণ করিবেক সঞ্চরণ,
সরসী-সলিলে পুনঃ শোভিবে কমল ;

মধুলোভে মধুকর, মধুর গুঞ্জন-পর,
চারি দিকে ছুটিবেক হইয়া বিহ্বল।

'কিন্তু শুক! বল কবে সুখের সে দিন হবে,
কবি-কুল-চূড়ামণি কবি রত্নাকর,
কবিত্বের রত্নাকর মথিতে যতন-পর,
আসিবেন পুনরায় ভুবন ভিতর!

'কবে কবি দ্বৈপায়ন পুনর্ব্বার বিতরণ
করিবারে ফিরিবেন জ্ঞানের রতন!
প্রকৃতির চারু ছবি কবে পুনঃ মহাকবি
আঁকিবেন কালিদাস বাণীর নন্দন!

'কাব্য-কুসুমের বনে ভ্রমিয়া আনন্দ-মনে
সুরভি প্রসূন তুলি কবে বা আবার,
অনুপম রচনায়, জগৎ মোহিত যায়,
গাঁথিবেন কবিবর কবিতার হার!

'সেক্ষপীর, মিল্টন, কবে পোপ, টম্‌সন,
ফিরিয়া আসিবে কবি হোমর, কুপার!
হাফেজ-লেখনী কবে নাশিতে আসিবে ভবে
পুনরায় মোহান্ধের মোহ-অন্ধকার!

'শুক রে! কি কব কা'য়, হৃদয় বিদরি যায়,
আর কত সহে প্রাণে মরম-বেদন,
গিয়াছে গিয়াছে সব, শুধু হাহাকার রব
করি'ছে, করিবে হায়! এ মর্ত্ত্য ভুবন!

'যে ব্যথা মানব পায়, প্রকাশি কি বলা যায়,
কি ছার তোমার ক্লেশ নিকটে তাহার,
অন্তর তাহার জ্বলে সদা দুখ-দাবানলে,
শান্তির সলিল তাহে না পড়িবে আর!

'সমভাবে চিরদিন কখন না যায় দিন,
সত্য ইহা জানি শুক! সম্বর বিলাপ,
যখন যেমন থাক, সতত তাঁহারে ডাক,
জুড়া'তে সমর্থ যিনি সকল সন্তাপ।'

পর্ব্বত।

ধরিয়া প্রস্তর-ময় প্রকাণ্ড শরীর
কে তুমি হে স্থির ভাবে আছ দাঁড়াইয়া?
প্রকৃতি নিরখি তব প্রশান্ত গম্ভীর,
রহিয়াছ নিরন্তর নিস্তব্ধ হইয়া।
ভাবিয়া তোমার ভাব বুঝা নাহি যায়,
কে তুমি? কি করিতেছ? কহ হে আমায়।

সত্য বটে এক স্থানে আছ জড়প্রায়,
কিন্তু জড়মধ্যে তোমা গণিব কেমনে?
ক্রমশই বৃদ্ধি পায় সুবৃহৎ কায়,
শীর্ষদেশ করে ভেদ বিশাল গগনে।

কি তুমি ? বলনা তবে সুধাই আবার,
কেন বা বাড়াও হেন দেহ আপনার ?

তথাপি কথায় মোর না দাও উত্তর,
কিসের চিন্তায় হেন আছ নিমগন ?
অথবা থাকহ মৌনী তুমি গিরিবর !
ব্রতভঙ্গ করিবার নাহি প্রয়োজন।
বুঝিয়াছি এতক্ষণে আমি সমুদায়,
কোন্ ব্রতে আছ ব্রতী তুমি হে ধরায়।

সাগর-কবলে পাছে মহীতল যায়,
এই ভয়ে বিস্তারিয়া নিজ কলেবর,
দৃঢ়রূপে ধরি তুমি আছ হে তাহায়,
সেই হেতু লোকে তোমা কহে মহীধর।
তুমি যদি না করিতে ধরণী ধারণ,
চারিদিকে জলময় হইত ভুবন।

শরীর পাষাণ-ময় বটে হে ভূধর !
কিন্তু নাহি দয়া কা'রো তোমার সমান ;
কত গুল্ম, কত লতা, কত তরুবর,
আসিয়া প্রার্থনা মত পাইয়াছে স্থান।
সবারে সন্তান-সম করিয়া যতন
আপনার বক্ষে রাখি করি'ছ পালন।

কোথা বা নির্ঝর-কুল কুল কুল স্বরে,
তোমার হৃদয় হ'তে হইয়া নির্গত,

প্রবাহিত হ'য়ে দূর দেশ দেশান্তরে,
শস্যপূর্ণ করিতেছে জনপদ কত।
কে বলে কঠিন প্রাণ শিখরি! তোমার,
এমন দয়ার উৎস হৃদয়ে কাহার?

আরো গুণ গিরি! তব হেরি হে নয়নে,
যাহার লাগিয়া তুমি প্রধান সবার;
অসৎ হ'লেও তা'রে দয়া বিতরণে,
কৃপণতা কোন কালে নাহিক তোমার।
যোগীকে যেমন যত্নে রাখহ কন্দরে,
সেইরূপে দাও স্থান শ্বাপদ-নিকরে।

ভয়েতে কাতর হ'য়ে যদি দুষ্ট জন,
তোমার নিকট আ'সে আশ্রয়-আশায়,
তখনি তাহার প্রতি কৃপা-পরায়ণ
হইয়া লুকাও তা'রে নিভৃত গুহায়।
দিবা-ভীত অন্ধকার প্রমাণ তাহার,
যাহার উপরে এত করুণা তোমার।

পর-উপকার আর আশ্রিত-পালনে,
নিয়তই গিরি! তুমি থাকিয়া নিরত,
শিখাই'ছ বোধহীন মনুজ-নন্দনে,
কি রূপে করিতে হয় আয়ু-কাল গত।
শরীরের আয়তন যেরূপ তোমার,
কার্য্যও নিরখি ঠিক উপযুক্ত তা'র।

তুলিয়া শিখর-বাহু সংযত-অন্তরে,
উৰ্দ্ধমুখে আছ তুমি উপরে চাহিয়া ;
নীরবে ডাকি'ছ যেন সে করুণাপরে,
যাঁ'র কৃপাস্রোতে বিশ্ব চলি'ছে ভাসিয়া ;
ধন্য হে অচল ! তুমি ধন্য ধরাতলে,
শিখুক তোমার কার্য্য মনুষ্য-সকলে।

বনগমনার্থ মাতৃসমীপে রামচন্দ্রের বিদায়-গ্রহণ।

গুণ-যুত তনয়ের শুভ কামনায়,
কৌশল্যা করেন পূজা দেবী চণ্ডিকায় ;
হেন কালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহিত,
বিষণ্ণ-বদনে তথা হ'ন উপনীত।
বিহিত বিধানে দোঁহে প্রণাম করিয়া
অধোমুখে রহিলেন কাছে দাঁড়াইয়া।
আশিস্ করিয়া উভে কহেন জননী,
'কেমন দয়াল রাম ! দেখ নৃপমণি ;
সর্ব্বগুণে সমন্বিত নিরখি তোমায়
যৌবরাজ্যে বরিবেন বৃদ্ধ নররায়।
হইয়াছে সমুদয় আয়োজন তা'র,
কল্য অভিষেক বৎস ! হইবে তোমার।

আনন্দ ধরে না আর প্রজার হৃদয়ে,
নাচি'ছে গাই'ছে সবে পুলকিত হ'য়ে।
করিতেছি নিজে হেথা চণ্ডিকা-অৰ্চ্চন,
করুন মঙ্গলা তব মঙ্গল সাধন।
রত্নাসনে ব'স ল'য়ে অনুজ লক্ষ্মণে,
পূজা সমাপন নাহি হয় যতক্ষণে।'
শ্রীরাম বলেন, 'মাতঃ! কি বলিব আর,
বজ্রপাত হইয়াছে মস্তকে সবার।
রত্নাসনে আর মম কিবা ফলোদয়,
কুশাসনে বসিবার হয়েছে সময়।
বিমাতা চাহেন রাজ্য ভরতেরে দিতে,
অরণ্য আশ্রয় মোরে হইবে করিতে।
নব-দূৰ্ব্বাদল হ'বে রম্য সিংহাসন,
বৃক্ষের বল্কল হ'বে বিচিত্র বসন;
মুকুট হইবে জটা, ভূষণ বিভূতি,
বন্দিরূপে পক্ষিগণ করিবেক স্তুতি;
সন্ন্যাসীর দণ্ড এবে রাজ-দণ্ড হ'বে,
বৃক্ষপত্র রাজ-ছত্র, প্রজা পশু সবে;
চামর হইবে লতা, গগন বিতান,
রহিবে সঙ্গেতে সৈন্য এই ধনুর্ব্বাণ;
পর্ণের কুটীর হ'বে প্রাসাদ ত্রিতল,
তৃণের শয়ন হ'বে পৰ্য্যঙ্ক কোমল;
রাজভোগ হইবেক বন-জাত ফল,
বিমল পানীয় হ'বে নির্ঝরের জল;

এ রাজ্যের পরিবর্ত্তে এখন আমার
ভীষণ গহনে হ'বে রাজত্ব বিস্তার।'
কুঠার-আঘাতে মূল বিচ্ছিন্ন যখন,
অকস্মাৎ পড়ে শাল ভূমিতে যেমন,
অশনি-আঘাতে কিংবা ভূধর-শিখর
সহসা যেরূপ পড়ে ধরণী-উপর,
শেল সম নিদারুণ শুনি সে বচন,
পড়েন সেরূপ দেবী ভূমে বিচেতন।
কতক্ষণে সংজ্ঞা লাভ করি পুনরায়
কহেন কৌশল্যা, 'বৎস! কি হ'বে উপায়?
কৈকেয়ীর কেন হ'ল হেন দুষ্টমতি!
আছে কি ইহাতে রাম! রাজার সম্মতি?'
লক্ষ্মণ বলেন, 'মাতঃ! যবে পুরাকালে
দেবাসুর-যুদ্ধে পিতা ক্ষত শরজালে,
বিমাতা তখন তুষ্ট করেন সেবায়,
দুই বর দেন পিতা সেই হেতু তাঁ'য়।
না ছিল তখন তাঁ'র বরে প্রয়োজন,
প্রতিশ্রুত বর তিনি চাহেন এখন।
এক বরে রাজ্য চা'ন ভরতের তরে,
শ্রীরামের বনবাস চা'ন অন্য বরে।
চতুর্দ্দশ বর্ষ করি অরণ্যে যাপন,
পুনঃ পাইবেন রাম রাজ্য-সিংহাসন।
করেছেন বর দিতে পিতা অঙ্গীকার,
এখন নাহিক কিছু উপায় তাঁহার।

তা’ ব’লে কি নারীবশ পিতার বচনে,
পশিতে হইবে মাতঃ! গহন কাননে?
কি দোষে শ্রীরাম দোষী কাহার সকাশে?
কে তাঁহারে পাঠাইতে পারে বনবাসে?
বার্দ্ধক্যে পিতার এবে নাহি জ্ঞানলেশ,
কেমনে পালিব তাঁ’র অন্যায় আদেশ?
জীবিত থাকিতে এই অনুজ লক্ষ্মণ,
কে ঘটায় অগ্রজের অরণ্য-গমন?
বিফলে ধরি কি দেবি! এই ধনুঃশর?
কোন্ বীর মোর কাছে হয় অগ্রসর?
এখনি যদ্যপি পাই তোমার নিদেশ,
করতল-গত করি সমুদয় দেশ;
বিচার-বিমূঢ়, বৃদ্ধ, স্ত্রৈণ নরবরে
এখনি প্রেরণ করি কৃতান্তের ঘরে;
মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করি ভরতের শির,
মস্তক মুণ্ডন করি ক্রূরা কেকয়ীর।
শ্রীরামের অভিষেকে যে হয় কণ্টক,
খণ্ড-বিখণ্ডিত করি তাহার মস্তক।
দেহ আজ্ঞা, এ সংবাদ নগর ভিতরে
যতক্ষণ বিপক্ষেরা প্রকাশ না করে,
অভিষেক অগ্রজের করি সমাপন,
সমর্পণ করি তাঁরে রাজ্য-সিংহাসন।’
সুমিত্রা-তনয় ক্রোধে এতেক কহিয়া,
গর্জ্জিতে লাগিল বীর কাছে দাঁড়াইয়া।

কৌশল্যা কহেন, 'রাম! করহ শ্রবণ
কি বলে তোমার এই অনুজ লক্ষ্মণ।
জনক বলেন তোমা যাইতে কাননে,
আমি বলি তুমি বৎস! থাকহ ভবনে।
সত্য বটে পূজনীয় জনক তোমার,
কেমনে লঙ্ঘিবে বল বচন মাতার?
বৎস রে! যদ্যপি তুমি নাহি জনমিতে,
এ দারুণ জ্বালা মোরে না হ'ত সহিতে।
বন্ধ্যার অন্তরে শুধু দুঃখ এক বার,
'সন্তান হ'ল না, ধিক্ জীবনে আমার।'
কিন্তু এ যাতনা আমি সহিব কেমনে?
মা হ'য়ে কি রূপে পুত্রে পাঠাইব বনে?
থাকিতে এখানে তুমি এ দশা আমার,
বনে গেলে দেখিব যে সব অন্ধকার!
রাজার জননী আমি হইব কোথায়;
পথ-ভিখারিণী হ'তে হইল আমায়!
কেকয়ী রাজার মাতা হইবে যখন,
দুর্ব্বাক্যে মরমে ব্যথা দিবে যে তখন!
সহিতে না পারি যা'বে জীবন আমার,
মাতৃহত্যা পাপ রাম! হইবে তোমার।
ভরতেরে রাজ্য দাও না করি বারণ,
বনবাসে তুমি কিন্তু ক'র না গমন।
তোমারে লইয়া ভিক্ষা করিব নগরে,
কোন ক্লেশ না পাইব তাহাতে অন্তরে।

যদ্যপি একান্ত তুমি যাও বনবাসে,
কি ফল আমার আর এই গৃহবাসে ?
আমিও তোমার সহ করিব গমন,
সতত দেখিতে পা'ব ও বিধু-বদন।'
শ্রীরাম বলেন, 'মাতঃ! ক্ষমা কর দাসে,
পিতার আদেশে আমি যা'ব বনবাসে।
সত্য-পাশে বদ্ধ তিনি, সে পাশ-মোচন
অবশ্য করিতে মোরে হইবে এখন।
লক্ষ্মণ চপলমতি বালকের প্রায়
অর্পণ করি'ছে দোষ নির্দ্দোষ পিতায়।
পিতার বাসনা নহে আমি যাই বনে,
কি করেন, বদ্ধ তিনি সত্যের বন্ধনে।
বনেতে গমন ঘটে কিরূপে তোমার ?
তুমি গেলে কেবা সেবা করিবে পিতার ?
পুত্রশোকে তাঁ'র প্রাণ অস্থির হইবে;
তোমা বিনা কে তাঁহারে আশ্বস্ত করিবে ?
ছাড়িতে চাহে না মোরে প্রাণের লক্ষ্মণ,
অরণ্যে আমার সহ করিবে গমন।
সান্ত্বনা করিও তুমি সুমিত্রা মাতায়,
সতত রাখিও তুষ্ট শোকার্ত্ত পিতায়।
চতুর্দ্দশ বর্ষ শীঘ্র কাটিলে আবার
পূজিব আসিয়া মাতঃ! চরণ সবার।'
এত বলি প্রণমিয়া জননী-চরণে,
সাক্ষাৎ করিতে যান সীতার ভবনে।

ধ্রুব।

স্বয়ম্ভূ কমলযোনি. তাঁহার তনয়
মনু নামে, চিরখ্যাত ভুবন-ভিতরে ;
যা'র বংশে জনমিয়া, সুকৃতির ফলে,
'মনুজ' .'মানব' আদি গৌরবের নাম
ধরিয়া আজিও মোরা করি অহঙ্কার।
অহঙ্কার করি মাত্র, কিন্তু হায় ! হায় !
(স্মরিলে সে সব কথা, প্রদীপ্ত শিখায়
হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে বাড়ব-অনল
দুর্নিবার) সুপবিত্র সে বংশের মান,
নামের মর্য্যাদা. নারি অক্ষুণ্ণ রাখিতে,
ভ্রষ্ট সবে ! তেজোময় হুত হুতাশন
হবির অভাবে এবে ভস্মে পরিণত !
মৃগেন্দ্রের প্রিয় শিশু সবে, হীনতায়
হারায়েছে প্রভাব আপন, নিজ দোষে !
সে মনুর দুই পুত্র, ভীম পরাক্রম,
দুর্জ্জয় সমর-ভূমে, তেমতি আবার
ধার্ম্মিকের চূড়ামণি উপমা-রহিত।
প্রিয়ব্রত অগ্রজের নাম, মধুমাখা ;
অনুজ উত্তানপাদ নামে অভিহিত।
ছিলেন মহিষীদ্বয় উত্তান-রাজের
সুনীতি, সুরুচি নামে, পরমা রূপসী ;
নিরখিলে লাবণ্য যাঁ'দের, জ্ঞান হ'ত,

তিলোত্তমা, মেনকা, উর্ব্বশী, কিংবা রম্ভা
শাপবশে অবতীর্ণা এ মর ভুবনে।
প্রধানা সুনীতি, যেন বারিধি-নন্দিনী
সরোজ-বাসিনী রমা গুণের গৌরবে ;
কিংবা যেন সু-নীতিই মনুষ্য-বিগ্রহে,
বোধহীনা নারীগণে শিখা'তে সু-নীতি।
কিন্তু তবু, কি হেতু কে জানে, অহঙ্কৃতা
সুরুচিতে উত্তানের রুচি সমধিক।
(কে বুঝে বিধির বিধি মনুষ্য-বুদ্ধিতে ?)
একদিন নরপতি, রাজকার্য্য-শেষে,
সেবেন বিরাম-সুখ পর্য্যঙ্ক আসনে
অন্তঃপুরে, বসাইয়া, মনের হরষে,
সুরুচি-জীবনানন্দ কুমার উত্তমে
নিজ অঙ্কে ; পার্শ্বে বসি কনিষ্ঠা মহিষী
সুমধুর ভাষে তুষ্ট করেন তাঁহারে।
হেনকালে সেই থানে, খেলিতে খেলিতে,
সুনীতি-সন্তাপ-হর হৃদয়-নন্দন
আসিল কুমার ধ্রুব দৈবের ঘটনে ;
আ'সে যথা ক্ষুদ্র স্রোত, নাচিতে নাচিতে,
অতিক্রমি নানা স্থান সাগর সকাশে।
নিরখে বালক যবে বহুক্ষণ পরে
জনকেরে, যাইতে সে করে অভিলাষ
তাঁ'র ক্রোড়ে, এইরূপ স্বভাব তাহার।
পিতৃ-অঙ্ক-গত হেরি তাহাতে আবার

ভ্রাতারে, ইচ্ছিল ধ্রুব সে সুখ ভুঞ্জিতে
ক্ষণকাল ; কিন্তু তাহা ঘটিল না তা'র,
ভাগ্যহীন ! যা'র প্রতি বিধি প্রতিকূল,
কোন্ আশালতা তা'র হয় ফলবতী ?
অনুকূল হ'ন যদি তিনি, কৃপা করি,
কি থাকে অলভ্য কা'র নিখিল জগতে ?
পিতৃ-অঙ্ক পাইবারে আগ্রহ তাহার
নিরখি, সুরুচি ধ্রুবে কহিল ডাকিয়া,
স্নেহহীন, নিদারুণ অপ্রিয় বচন
শেলসম, বিদারিয়া বালক-হৃদয়
শতধা ; বিদরে যথা, বরষা-আগমে,
সরল সর্জ্জের বক্ষ প্রচণ্ড অশনি :—
'এ বৃথা প্রয়াস ধ্রুব কি হেতু তোমার
নিরীক্ষণ করি আজি ? দুর্লভ দ্রব্যেতে
অযথা করিয়া লোভ, কে কোথায় বল,
পূর্ণকাম হইয়াছে অভীষ্ট-সাধনে
আপনার ? পারে কি উড়ুপে কোন জন
তরিবারে দুস্তর সাগর ? জনমিয়া
সুরুচির সপত্নী-জঠরে, কি সাহসে
কর আশা লভিবারে স্থান পিতৃ-অঙ্কে,
একমাত্র উত্তমের অধিকৃত যাহা ?
পারিতে হইতে যদি উত্তম-সোদর
পুণ্যবলে, আশা-ভঙ্গ-হেতু তবে আজি
এ দারুণ মনস্তাপ না হ'ত সহিতে

কদাচন ; মহানন্দে সহোদর সহ
কমনীয় রাজক্রোড়ে পাইতে আদর
বহুতর ; রাজ্যসুখ ভুঞ্জিতেও পরে।
কিন্তু হায় ! সুনীতির সন্তান হইয়া
হারা'তে হয়েছে তোমা, চিরদিন তরে,
সমুদয়। মরুভূমে মরীচিকা-প্রায়,
কুহকিনী সুখ-আশা ছলি'ছে তোমারে
নিরন্তর। অতএব আশার-ছলনে
অলভ্য-লাভের ইচ্ছা করিও না আর।'
বিঁধিল সে বাক্যবাণ ধ্রুবের হৃদয়ে,
বিঁধে যথা বিষ-দিগ্ধ নিশিত সায়ক
সহজ-কোমল-বপু শিশুর উরসে।
পিতার সমক্ষে শুনি তাদৃশ বচন
বিমাতার, কোন কথা না কহিয়া তাঁ'য়,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস মাত্র ছাড়িল সুশীল
মনস্তাপে। তা'র পর, ত্বরিত গমনে,
উপস্থিত হ'ল আসি জননী নিকটে
আপনার, তেয়াগিয়া, চিরদিন তরে,
জগৎ-দুর্ল্লভ রত্ন পিতৃ-স্নেহ-আশা।
সহসা বিষাদ-চিহ্ন সুতের বদনে
নিরখি, অস্থির হ'ল সুনীতি-অন্তর
অতিশয়। ব্যগ্র হ'য়ে, স্নেহ-সম্ভাষণে,
তুলি লইলেন তা'রে সুকোমল কোলে
আপনার ; পুত্র মাত্র পাইলে যে স্থান,

সমুদয় শোক তাপ নিমেষে বিস্মরে।
অনন্তর বিপদের আশঙ্কা করিয়া
সুধান তাহারে, 'বৎস! বল কি কারণ,
অকস্মাৎ হেন ভাব হইল তোমার
আজি? কোন্ অবসাদে, কহ প্রকাশিয়া,
নিষ্কলঙ্ক শশি-মুখে আসিল কালিমা?
কেহ কি মানের হানি করেছে তোমার
কহি কোন কটু কথা পদ-মদ-ভরে?
কিংবা করিয়াছে তব জনক-উদ্দেশে
নিন্দাবাদ, সহনীয় নহে যা' কখন?
যে অবোধ অপমান করেছে তোমার
না বুঝিয়া, অবহেলা করিয়াছে সেই
মহোগ্র-প্রভাব তব জনকের প্রতি।
ক্ষুদ্র পতঙ্গ হইয়া, পড়িয়াছে আজি
প্রদীপ্ত পাবকে, আহা, নিজ বুদ্ধিদোষে!
বল বৎস, কা'র স্কন্ধদেশে, এত দিনে,
উঠিল সদর্পে শির খসিবার তরে?'
বাড়িল ধ্রুবের হৃদে শোকের প্রবাহ
সমধিক, শুনি সেই সান্ত্বনা বচন
স্নেহময়ী জননীর; পূর্ণিমা তিথিতে
সুধাংশুর অংশু স্পর্শে বাড়য়ে যেমতি
সমুদ্রের স্রোতোবেগ। কতক্ষণ পরে,
বাষ্প-গদ্-গদ্ ভাষে, স্ফুরিত অধরে,
কহিল সে সমুদয় তাঁ'রে একে একে,

বিমাতা বলিল যাহা পিতার সাক্ষাতে
অবজ্ঞায়। সপত্নীর সেই ব্যবহার,
স্বামীর উপেক্ষা তাহে, শুনিয়া শ্রবণে
পুত্র-মুখে, সুনীতির শোক-দাবানল
সহসা জ্বলিয়া উঠি লাগিল দহিতে
সুবিশাল হৃদয়-কান্তার। নিবাইয়া
নয়ন-আসারে সে ভীষণ দাবদাহ,
কৃপণা কহেন সুতে শোক-খিন্ন-স্বরে
এইরূপে 'সত্য কথা কহিছে সুরুচি।
স্বল্প-ভাগ্য তুমি বৎস! না হইতে যদি,
তা' হ'লে কি অভাগিনী আমার উদরে
হইত জনম তব কভু! সুকৃতিই
সৌভাগ্যের মূল। সঞ্চিত আছিল পুণ্য
পূর্ব্ব জন্ম হ'তে বহুতর, তা'রি ফলে
এ জনমে সুরুচিতে রাজার সু-রুচি।
ভাগ্যহীনা আমি, বহি শুধু দুঃখ-ভার
নিজ কর্ম্মদোষে! তুমি ত আমারি পুত্র,
কেন নাহি তবে কাঁন্দিতে হইবে তোমা
আমারি মতন চিরদিন। পুণ্য যা'র,
হয়, হস্তী, রথ, রাজ্য, সম্পদ্-নিচয়
তা'রি করতল-গত নিশ্চয় জানিবে।
কর যত্নে পুণ্যের সঞ্চয়; হও ধীর;
বিনয়াদি সদ্‌গুণ-ভূষণ পর অঙ্গে;
আবাল, বনিতা, বৃদ্ধ, ধনী বা নির্ধন,

দেখিলেই সবে যেন পরম আগ্রহে
মিত্রভাবে লয় তোমা ; জীব-কুল-হিতে
সততই থাকে যেন অবহিতা মতি ;
ক্ষমা-ব্রত করহ পালন ; দয়া ধর্ম্মে
নিত্য কর্ম্ম ভাবি, কর অনুরূপ কার্য্য
থাকি ন্যায় পথে। হেরি গুণের গৌরব,
ভালবাসি ভাগ্যলক্ষ্মী আসিবে সেবিতে
সকল সম্পত্তি সহ। স্রোতস্বিনী যথা
ভূধর-শিখর ত্যজি নিম্নদেশে আসি
সমুদ্রের সেবা করে সুযোগ্য ভাবিয়া।'
শুনিয়া মাতার এই হিত-উপদেশ
নীতিপূর্ণ, কহে ধ্রুব আক্ষিপ্ত বচনে.
'চাহি না জননি! আমি সাম্রাজ্য, সম্পদ্
পিতৃদত্ত ; ভ্রাতা মোর অবাধে সে সব
সুখেতে করুক ভোগ স্বীয় মাতৃ-সহ
চিরকাল ; দুঃখ তাহে না গণি জননি!
বঞ্চিত যে হইলাম পিতৃ-স্নেহ হ'তে,
ইহার সমান ক্ষোভ সন্তানের আর
কি হইতে পারে মাতঃ! ভাবি দেখ মনে।
কিন্তু যদি হয় ইহা নিজ কর্ম্মফল,
অবশ্য সহিব তবে আজি হ'তে সব
অক্ষুণ্ণ-মানসে আমি। করিব সে কাজ,
যাহাতে লভিতে পারি, আপন উদ্যমে,
পরম পবিত্র স্থান, দুর্লভ জগতে।

অন্য-দত্ত দ্রব্যে মোর নাহি প্রয়োজন।'
এত বলি, ভক্তিভাবে জননী-চরণে
প্রণাম করিয়া ধ্রুব ত্যজিল ভবন
মনঃক্ষোভে। বনমধ্য প্রবেশি গোপনে,
আরম্ভিল উগ্র তপ নবীন বয়সে;
দুষ্কর ভাবিয়া যাহা অনেক প্রবীণ
নাহি পারে অনুষ্ঠিতে। কিছুকাল পরে,
ইষ্টদেবে তপস্যায় পরিতুষ্ট করি,
লভিল অমর-ধামে সেই দিব্য স্থান,
ধ্রুবলোক বলি যাহা ভূলোকে বিখ্যাত।

বৃদ্ধ পিতা ও যুবক পুত্রের কথোপকথন।

প্রাচীন হইলে, জরা করে আক্রমণ,
শিথিল শরীর-গ্রন্থি. শিরে শুভ্রকেশ,
বদন রদন-হীন হয় যে তখন,
বিষয়ে বুদ্ধির লোপ, ভ্রমের আবেশ।
কিন্তু বার্দ্ধক্যেও পিতঃ! তুমি সুস্থকায়
কিরূপেতে রহিয়াছ বলনা আমায়?

যখন আছিল পুত্র! যৌবন আমার,
স্মরিতাম শীঘ্র তাহা যাইবে চলিয়া,

করি নাই সুস্থতার অপব্যবহার,
পরিণামে শরীরের অবস্থা ভাবিয়া।
সেই হেতু জরা, বলি, বলে আক্রমণ
পারে নাই করিবারে আমারে এখন।

বিলাসাদি যত সুখ সুলভ-যৌবনে,
যৌবন হইলে গত সকলি ত যায়,
বার্দ্ধক্যে তোমার সব গিয়াছে এক্ষণে,
এ শেষ জীবনে নাহি পা'বে পুনরায়,
তবে কেন নহে পিতঃ! তব ক্ষুণ্ণ মন?
কোন্ সুখে হেরি তোমা প্রসন্ন এমন?

যখন আছিল পুত্র! যৌবন আমার,
স্মরিতাম নহে তাহা চিরকাল তরে;
সাধিতাম সেইরূপে কার্য্য আপনার,
অনুতপ্ত যাহে নাহি হ'তে হয় পরে।
ভবিষ্যৎ ভাবি কার্য্য করিলে যৌবনে,
বার্দ্ধক্যে সকলে থাকে প্রসন্নবদনে।

বিষয়-ভোগের স্পৃহা রহে আজীবন,
পলিত জনেও তাহা ত্যজিতে না চায়;
ভুঞ্জিতে অশক্ত, তবু ভোক্তুকাম জন
মুগ্ধকরী কামনার চরণে লুটায়।
কি হেতু তোমারে পিতঃ! সে ভোগবাসনা
কোন রূপে বশীভূত কভু করিল না?

যখন আছিল পুত্র! যৌবন আমার,
   দেখিয়াছি বিষয়ের রস আস্বাদনে,
উপভোগে ভোগস্পৃহা বাড়ে অনিবার,
   হুতভুক্ বাড়ে যথা হবি-পরশনে।
সে হেতু তৃষারে ক্লশা চাহি করিবারে,
তৃষার্ত্তই দুঃখ পায় দেখিবে সংসারে।

স্থবির হইলে লোক নিকট মরণ
   ভাবিয়া সতত থাকে সশঙ্ক-অন্তরে,
বাসনা তা'দের যেন সুদীর্ঘ জীবন
   লভি সংসারের সুখ পুনঃ ভোগ করে।
কোন্ বলে তুমি পিতঃ! প্রস্তুত এখন
শমনে সানন্দমনে দিতে আলিঙ্গন?

যৌবন হইতে পুত্র! শুন দিয়া মন,
   ভুলি নাই কখনও পরম-পিতারে,
তিনিই সহায় বলি ভীষণ শমন
   এ বৃদ্ধ বয়সে ভয় দেখাইতে নারে।
তুমিও যদ্যপি পার এরূপ করিতে,
দুরন্ত কৃতান্তে কভু না হ'বে ডরিতে।

পান্থ-নিবাস।

কোন এক সন্ন্যাসী সুজন,
স্বেচ্ছায় করিতেছিল দেশ পর্য্যটন।
একদা পথের ধারে, পাইল সে দেখিবারে,
জনপূর্ণ রমণীয় ইষ্টক-আবাস,
দেখিয়া ভাবিল সেটী পথিক-নিবাস।

ক্ষণকাল থাকিয়া তথায়,
পথ-ভ্রমণের ক্লেশ শান্তির আশায়,
প্রবেশে ভিতরে তা'র ; নাহি স্থান থাকিবার
নিরখি, জিজ্ঞাসা করে কোন এক জনে,
'পান্থশালা-স্বামী কহ কোথায় এক্ষণে ?'

জিজ্ঞাসিত সে কথা শুনিয়া,
কহিল তাহারে কিছু কুপিত হইয়া,
'পান্থশালা এ ভবনে কেমনে ভাবিলে মনে ?
নেত্র থাকিতেও নাহি কর নিরীক্ষণ !
পান্থ-শালা নহে ইহা, রাজ-নিকেতন।'

হেনকালে সেই স্থান দিয়া,
অন্তঃপুরে নৃপতিরে যাইতে দেখিয়া,
আশিস্ করিয়া তাঁ'রে, যথাযোগ্য সদাচারে
জিজ্ঞাসে সন্ন্যাসী, এই প্রাসাদ সুন্দর
কাহার আছিল পূর্ব্বে কহ নৃপবর।

রাজা ক'ন, 'জনক আমার
করিতেন এ প্রাসাদ সুখে অধিকার।
আয়ু-কাল শেষ হ'লে, জহ্নু-তনয়ার জলে
বিসর্জ্জন করি নিজ বিনশ্বর কায়,
সুরপুরে গিয়াছেন রাখিয়া আমায়।

'তদবধি আমিই এখানে
পালিতেছি প্রজাপুঞ্জে বিহিত বিধানে।
বিভবে বা ভুজ-বলে, কে আছে এ ভব-তলে,
সাহসে সম্মুখে মোর হয় অগ্রসর?
কাহার না কাঁপে প্রাণ ত্রাসে থর থর?

'কত দেশ জিনিয়া সমরে,
খচিত করেছি হর্ম্ম্য রতন-নিকরে।
পান্থ-শালা ইহা হ'লে, প্রাসাদ কাহারে বলে
অবশ্যই দেখাই'তে হইবে তোমারে,
নতুবা দণ্ডিত হ'বে রাজার বিচারে।'

'হেথা তব প্রতাপ অতুল'
কহে সাধু, 'মহারাজ! নাহি তা'র ভুল।
কিন্তু পদ্মপত্রে জল, করে যথা টল মল,
সেইরূপ মানবের জীবন চঞ্চল;
কে জানে, কখন কা'র ফুরায় সকল?

'এ জগতে আবির্ভাব যা'র,
অবশ্যই তিরোভাব আছয়ে তাহার।

বৃদ্ধ নরপতি প্রায়, যেই দিন এ ধরায়,
হ’বে তব অন্তর্ধান, রাজ-নিকেতন
সুখে ভোগ করিবেক বল কোন্ জন?’

‘প্রাণাধিক কুমার আমার,’
রাজা ক’ন, ‘লইবেক এই রাজ্যভার।
সুখাবাস এ ভবনে, র’বে সে প্রহৃষ্ট-মনে;
কালক্রমে পুনর্ব্বার তাহার তনয়,
ভুঞ্জিবে মনের সুখে এ রম্য নিলয়।’

এত শুনি সহাস্য-বদন
সন্ন্যাসী রাজার প্রতি কহিল তখন,
‘সত্য বটে সুখময় এই সৌধ অতিশয়;
কিন্তু মনে বিচারিয়া দেখ একবার,
কত জন করে ভোগ ইহা কত বার।

‘এক যায়, আ’সে অন্য জন,
কাহারো নহে ত ইহা নিত্য নিকেতন।
পান্থ-শালা বিনা তবে, কি আর ইহারে ক’বে?
অনিত্য বৈভবে জেন বৃথা অভিমান।’
এতেক কহিয়া সাধু করিল প্রস্থান।

মনের ভ্রান্তি।

কত ভ্রান্ত নিরন্তর মানবের মন।
বিশ্বাস নিজের প্রতি কত তা'র রয়।
সহজে সে করে পণ, 'এ কার্য্য-সাধন
অবশ্য করিব ইথে নাহিক সংশয়।'
কিন্তু দেখ, সে প্রতিজ্ঞা কোথা থাকে তা'র,
ব্যাঘাত যদ্যপি কার্য্যে ঘটে একবার?

সবলে টানিয়া ধনু কর অবনত,
সবলে টানিয়া ছিলা করহ বন্ধন,
ভাবিবে, অরাতি-সেনা নিমেষে নিহত
করিবে ধনুতে করি বাণ সংযোজন;
ছিলা ছিন্ন হ'লে কিন্তু সকলি বিফল
পুনর্ব্বার ধরে ধনু আকার সরল।

সেইরূপ মনোধনু প্রতিজ্ঞা-ছিলায়,
পাপ-রিপু বধিবারে করিয়া বন্ধন
ধরিয়া নীতির শর যবে ভাবা যায়
'করিব সে দুরাচারে এবার নিধন,'
সহসা আসিয়া মোহ কাটি ছিলা-পাশ,
অবিলম্বে পুনরায় করে পাপ-দাস।

দুস্তর এ ভবার্ণবে করিতে গমন
কি ঘোর শঙ্কট, কিছু জানেনাক নর

ভ্রমবশে উত্তরিতে করে সে যতন,
আপন ক্ষমতা প্রতি করিয়া নির্ভর
ভাবে বুঝি, 'আমি সর্ব্ব জীবের প্রধান,
অশক্ত হইব কেন কাটিতে তুফান?'

কিন্তু শুধু দাঁড়-বলে, আছে কোন্ জন,
উত্তাল তরঙ্গ কাটি হ'তে পারে পার,
পরমেশ-কৃপা-বায়ু যদি সঞ্চরণ
নাহি করে অনুকূল? কি শক্তি কাহার?
অতএব স্মর সবে পরেশ-চরণ,
বিফল-প্রয়াস কভু হ'বে না কখন।

শান্তি।

হায়! এ যাতনা জানা'ব কাহায়,
দুখ-দাবানলে প্রাণ জ্বলে যায়,
বিরাম-দায়িনি! রহিলে কোথায়,
সহিতে যে আমি না পারি আর!
এস দেবি! ডাকি কাতর বচনে,
এস গো আমার মানস-আসনে,
সেবিব নিয়ত পরম-যতনে,
চরণ-কমল করিব সার।

অতিথি যেমন বহুদিন তরে,
এক স্থানে বাস কভু নাহি করে,
ক্ষণকাল থাকি চলি যায় পরে,
তুমিও যে দেখি সেরূপ করি,
নিমেষের তরে অন্তরে আসিয়া,
চিন্তা, শোক, তাপ, সকলি হরিয়া,
বিপুল পুলকে হৃদয় পূরিয়া,
সহসা কোথায় যাও গো সরি।

ধনী বা নির্ধন যে যেথানে রয়,
যাহারে সুধাই সকলেই কয়,
'শান্তির নিলয় এ ধরা ত নয়,
দেখা তুমি পা'বে কোথায় তার ?
যাও সিন্ধু-নীরে, ভূধর-শিখরে,
দরিদ্র-কুটীরে, রত্নের আকরে,
কর অন্বেষণ তন্ন তন্ন ক'রে,
ভ্রমণের ক্লেশ হইবে সার।'

শিশুকালে কিন্তু তুমি এক দিন,
হয়েছিলে এই হৃদে সুখাসীন,
আসিলে যৌবন, পাপেতে মলিন
দেখিয়া, গিয়াছ চপলা প্রায় ;
সে অবধি হেরি সকলি আঁধার,
মধুর মূরতি নাহি দেখি আর,

দুঃখের সাগরে দিতেছি সাঁতার,
হ'তেছি আকুল, জীবন যায়!

সুমেরু-সমান রাশীকৃত ধন,
দারা-সুত-আদি বন্ধু-পরিজন,
পদের গৌরব, বিলাস-ভবন,
একে একে ভোগ করিনু সবে,
কিছুতে না হ'ল বাসনা সফল,
বিপদের ভয় বাড়িল কেবল,
জ্বলিল দ্বিগুণ চিন্তার অনল,
কোথায় লুকায়ে রয়েছ এবে?

চাইনা রতন, চাই না সম্মান,
বিষয়-বিভবে করি তৃণ-জ্ঞান,
মোহ আর হৃদে নাহি পায় স্থান,
করেছি ছেদন মমতা-পাশ,
প্রিয় পরিজন ত্যজেছি সংসার,
করেছি আশ্রয় বিজন কান্তার,
বন-ফল শুধু ধরেছি আহার,
করি পরিধান অজিন-বাস।

প্রলোভনে আর ভুলিবে না মতি,
দেখা এবে দাও দেবি দয়াবতি!
কাতরে চরণে করিগো মিনতি,
প্রাণের বেদনা সহেনা আর;

উহু মরি দেবি! বিদরে হৃদয়!
কি বলিলে? আর এ জীবনে নয়?
কৃত-পাপ-ফল এইরূপ হয়?
অনুতাপ মম হইবে সার?

কি বলিলে মাতঃ! বল আর বার,
ধনে মানে বেশে দেখ তুমি ছার?
সে সকলে শুধু আড়ম্বর সার?
ধর্ম্মভাব নাহি যাহার মনে,
তাহার নিকটে না যাও কখন?
ধার্ম্মিক-হৃদয় তোমার ভবন?
পাপী যে জননি! আমার এ মন,
পাইব তোমারে তবে কেমনে?



মুমূর্ষু ।

ওই যে করাল কাল ভীষণ মূরতি,
রজ্জু-করে বাঁধিতে আমায়,
ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখে আ'সে দ্রুত গতি,
রক্ত-জবা নয়নেতে চায়,

হেরিয়া উহারে ভয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ,
ল'য়ে যাবে এখনি বাঁধিয়া,
কোথা হে বিপদ্-বন্ধু ! এ বিপদে ত্রাণ,
কর কর করুণা করিয়া !

আসিয়া এ ভব-হাটে তোমার নিদেশে,
করিবারে পুণ্যধন ক্রয়,
ভ্রম-বশে চারিপাশে ভ্রমি অবশেষে,
পাপ রাশি করেছি সঞ্চয় !

একে একে পড়িতেছে মনে সমুদয়,
করিয়াছি যে পাপ যখন,
অনুতাপানলে এবে দহি'ছে হৃদয়,
অবিরল ঝরে দু-নয়ন !

মোহের মায়ায় ভুলি সুপথে চরণ
করি নাই এক দিন তরে,

শুনি নাই এক দিন সাধুর বচন,
ভাবি নাই এ দিন অন্তরে!

পৃথিবী নয়ন হ'তে যাই'ছে সরিয়া,
কর্ণ আর না করে শ্রবণ,
পড়ি'ছে ক্রমশঃ কায় অবশ হইয়া,
মুখে আর না সরে বচন।

অন্ধকার-ময় সব নিরখি নয়নে,
ভয়ে প্রাণ হ'তেছে কাতর,
বাঁধি'ছে নিষ্ঠুর কাল কঠিন বন্ধনে,
যাতনায় অস্থির অন্তর!

নিমেষে তোমার কাছে যাইবে লইয়া,
পাপ-পুণ্য বিচারের তরে,
কি দিব উত্তর দেব! আকুল ভাবিয়া,
মুখই বা দেখা'ব কি ক'রে?

দুর্লভ-জীবন দিয়া পাপ তাপ যত,
না বুঝিয়া করিয়াছি ক্রয়,
সংসারের প্রলোভনে ভুলি অবিরত,
তব ধন করিয়াছি ক্ষয়!

কিন্তু নাথ! তোমার ত নাই অবিদিত
মন কত দুর্ব্বল আমার,

জান ত মোহেতে কত নর বিমোহিত,
কাটে তা'য় কি শক্তি তাহার ।

নাই নাই নাই কিছু বলিবার মোর
করিয়াছি গুরু অপরাধ,
পড়িতে নিশ্চয় হ'বে নরকেতে ঘোর,
মিটিবেক আমোদের সাধ !

কিন্তু পিতঃ । তুমি ত হে করুণা-নিধান,
আমি তব অবোধ তনয়,
করুণা করিয়া দীনে কর ক্ষমা দান,
পাপ-পথ ছাড়িব নিশ্চয় !

সম্পূর্ণ ।